ভগবৎ-দর্শন
হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি **শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ** আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

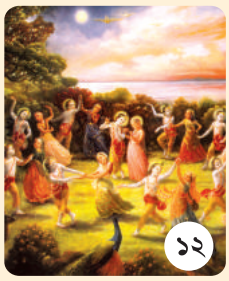

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতন গোপাল দাস ● **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুষোত্তম নিতাই দাস ● **অনুবাদক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● **প্রুফ সংশোধক** সুধাম নিতাই দাস ও সনাতনগোপাল দাস ● **প্রবন্ধক** জয়ন্ত চৌধুরী ● **প্রচ্ছদ/ডিটিপি** শ্রবণ ধারা ● **হিসাব রক্ষক** বিদ্যাধর দাস ● **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ও ব্রজেশ্বর মাধব দাস ● **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস ● **প্রকাশক** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **সত্যদর্শী নন্দা** দ্বারা প্রকাশিত ●

অফিস অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা-৭০০০১৯, মোবাইলঃ ৯০৭৩৭৯১২৩৭,
মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোস্ট)** ১ বছরের জন্য - ২৫০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(রেজিস্ট্রি পোস্ট)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(ক্যুরিয়ার সার্ভিস)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৭২০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) ● **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।**

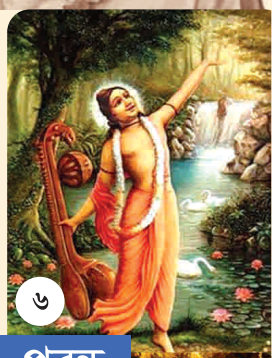

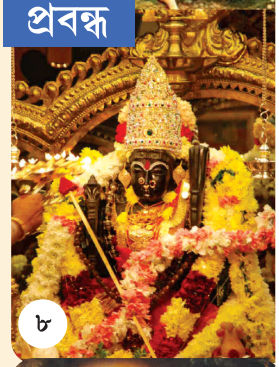

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)
৭, শেক্সপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

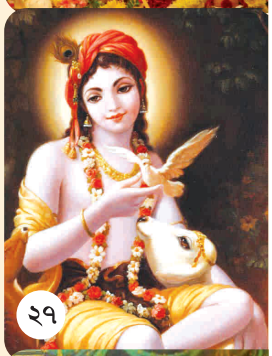

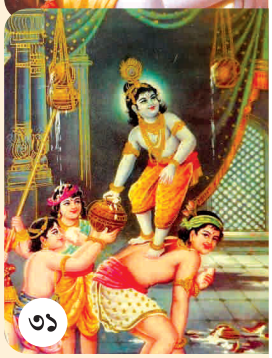

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০২০ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ভগবৎ-দর্শন

৪৩ বর্ষ ▪ ১২শ সংখ্যা ▪ গোবিন্দ ৫৩৩ ▪ ফেব্রুয়ারী ২০২০

বিষয়-সূচী

৩ প্রতিষ্ঠাতার বাণী

প্রথমে যোগ্য হও, পরে আকাঙ্ক্ষা কর

আপনি যার যোগ্য তা আপনি জড়জগত থেকে পাবেন। আপনি কিছুই আকাঙ্ক্ষা করতে পারেন আবার একই সময়ে আপনি অন্য কিছুরও যোগ্য হতে পারেন। সুতরাং আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে না। তাই আমরা বলি — 'প্রথমে যোগ্য হও, তারপর আকাঙ্ক্ষা কর।'

৪

৫

১১ আদর্শ জীবন

কেন হাজার হাজার মানুষ বৃন্দাবনেই শুধু পরম সুখ অনুভব করেছিলেন?

কৃষ্ণসেবাতে যে পরমানন্দ যা আমরা অনুভব করেছি তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, যেটি আমাদের দেহ এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির তুলনায় কয়েক লক্ষগুণ বেশী। তাই দীর্ঘকাল ব্যাপী পরম পবিত্র তীর্থস্থান দর্শন এবং ভক্তসঙ্গে বসবাস করার প্রয়াসই এর একমাত্র কারণ।

১৯ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা

যদি কেউ শুধুমাত্র স্বীকার করেন যে, আমিই সমস্ত জীবকে রক্ষা করি, পালন করি এবং ভরণ পোষণ করি তাহলেই তাঁর জীবন সার্থক হয়ে উঠবে এবং তিনিই হবেন প্রকৃত বুদ্ধিমান।

১২

৬ প্রচ্ছদ কাহিনী

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা এক সর্বোত্তম সুযোগ

শাস্ত্র বলে যে, আমরা দেহ নই। আমরা শাশ্বত আত্মা যা দেহকে সজীব রাখে। কিন্তু যতক্ষণ আমরা এই জড়জগতে আছি আমরা আমাদের দেহ দ্বারা পরিচালিত হই। কৃষ্ণ এত দয়াময় যে, আমরা আমাদের এই দেহ দ্বারা তাঁর সেবায় নিয়োজিত হতে পারি। তাই আপনার দেহ ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করুন।

১৫ দৈনন্দিন তিথিপত্র

বৈষ্ণব পঞ্জিকা— ৫৩৪ গৌরাব্দ

২০২০ — ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, ১৪২৬ — ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১০ মার্চ (২০২০) ২৬ ফাল্গুন ১ বিষ্ণু মঙ্গলবার প্রতিপদ — ২৮ (২০২১) মার্চ ১৪ চৈত্র ২৯ গোবিন্দ রবিবার পূর্ণিমা।

২৫ কাহিনী

ব্রহ্মসংহিতা

সমস্ত সৌন্দর্যের উৎস স্বয়ং কৃষ্ণ। ময়ূরের পালক ও মেঘের মতো দেহবর্ণ বিশিষ্ট গোবিন্দ অপূর্ব মধুর বলে নির্ধারিত হয়। জড় জগতে কোনও মানুষের শরীরে নীলবর্ণ লেপন করে, পরচুলা মাথায় লাগিয়ে ময়ূরের পালক তাতে সিঁটিয়ে দিলে সেই সৌন্দর্যের ধারণার এক বিন্দুও কাছে যাবে না।

৬

প্রবন্ধ

৮

২৭

বিভাগ

৯ আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

মৃত্যুর পর এই শরীর পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

২৯ ছোটদের আসর

সেতু বন্ধন

১৪ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ

সৌখিন খিচুড়ি

৩১ ভক্তি কবিতা

শ্রী চোর শিরোমণি বন্দনা

২৩ ইসকন সমাচার

তরুণদেরকে কৃষ্ণভাবনামৃতে উৎসাহিত করতে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণ

৩১

আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

সম্পাদকীয়

ভগবানকে দর্শন করার যোগ্যতা কিভাবে অর্জন করবো?

বহুসময়, বহুবার আমরা অনেক মানুষের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি যে, যদি ভগবান আছেন তাহলে আমরা তাকে কেন দেখতে পাই না? কিন্তু এই বিশ্ব সংসারে এমন অনেক বস্তু বিদ্যমান যা আমাদের নিকট দৃশ্যমান নয় কিন্তু আমরা তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। আমরা বায়ু দেখতে পাই না কিন্তু বিদ্যমান। বহু জীবন্ত সত্ত্বা বিদ্যমান কিন্তু আমরা আমাদের চক্ষু দ্বারা তা দর্শন করতে সক্ষম হই না। এবং আমাদের আবেগ, প্রেমের অনুভূতি এবং করুণা? এগুলি কি দর্শন সম্ভব? না, এগুলি শুধুমাত্র অনুভব করা যায়। যদি কোন ব্যক্তি চক্ষু পীড়ায় আক্রান্ত হয় তাহলে সে তার সম্মুখে দন্ডায়মান তার অতি প্রিয় বন্ধুকেও উপলব্ধি করতে সক্ষম নাও হতে পারে। একটি অন্ধ ব্যক্তি এমন কি উজ্জ্বল দিবালোকেও কোন কিছু দর্শন করতে সক্ষম হবে না।

সুতরাং দৃশ্যমানতাই কোন বস্তুর অস্তিত্বের একমাত্র নির্ণায়ক হতে পারে না।

এটি কি এই ইঙ্গিত করে যে, ভগবান আমাদের নাগালের বাইরে অথবা অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অথবা নিরাকার যে কারণে আমরা তার দর্শন পাই না? আবশ্যিক ভাবেই তা নয়। ভগবানের এক অনুপম আকার বিদ্যমান যা শুদ্ধতম, যা জড় নয়, চিন্ময়। যদি ভগবান ইচ্ছা করেন আমরা তাঁর দর্শন পাই তাহলে আমরা তাঁকে দর্শন করতে পারবো। কিন্তু আমাদের চিত্ত যদি পূর্ণরূপে কলুষিত থাকে তাহলে আমাদের সম্মুখেও ভগবান বিদ্যমান থাকলে আমরা তাঁকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো না এবং তাঁকে সাধারণ ব্যক্তি রূপে গণ্য করবো।

দুর্যোধন তার সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন কিন্তু তার ঔদ্ধত্য এবং মিথ্যা অহংকারের কারণে তাঁকে বন্দি করতে বা তাঁর ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন। শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের পিসতুতো ভাই ছিলেন কিন্তু তাতে তার সৌভাগ্যের আনন্দ প্রকাশের পরিবর্তে তিনি সর্বদাই কৃষ্ণকে অপমান করার চেষ্টা করতেন।

সুতরাং 'আমরা কেন ভগবানকে দেখতে পাই না?' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পরিবর্তে আমাদের হৃদয়ের সমস্ত কলুষতা যা আমাদের এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মধ্যে প্রধান প্রতিবন্ধক তা মার্জন করার ঐকান্তিক প্রয়াস করা উচিত। ভগবান হচ্ছেন পরম শুদ্ধ সুতরাং তিনিই ভগবানকে দর্শন করতে সক্ষম হবেন যার হৃদয় পরম শুদ্ধ। আমাদেরকে পূর্ণরূপে শুদ্ধ করতে যাতে করে আমরা ভগবাকে দর্শন করার, তাঁর সঙ্গ লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়ে আমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করেছেন যে, কিরূপে আমরা আমাদের হৃদয়কে নির্মল করবো।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনামের জপ বিশেষ করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপই হচ্ছে উৎকৃষ্ট পন্থা যার দ্বারা আমরা আমাদেরকে নির্মল করতে পারি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শিক্ষাষ্টকম্ প্রার্থনায় প্রথম শ্লোকে বর্ণনা করেছেন, 'দিব্যনাম জপ বহুজন্মের পুঞ্জিভূত হৃদয়ের সমস্ত কলুষ মার্জন করে, চিন্ময় আনন্দ সমুদ্রের বর্ধন করে এবং আমরা যে অমৃত আস্বাদন করার নিমিত্ত উদগ্রীব থাকি তা আস্বাদনে সক্ষম করে।'

বস্তুতপক্ষে আমরা আমাদের শুদ্ধি করণের অভ্যাসযোগের সময় থেকেই আমাদের জীবনে ভগবানের অস্তিত্বকে অনুভব করতে শুরু করি। যে মুহূর্তে আমরা জড় কলুষ যথা লালসা, লোভ, অহংকার, ক্রোধ, ঈর্ষা, মোহ এবং মিথ্যা অহম্ থেকে মুক্ত হবো তখনই ভগবান তাঁর মনোরম রূপ এবং বৈশিষ্ট্য সমুহ সহযোগে আমাদের জীবনে অবতীর্ণ হতে শুরু করবেন। শ্রীকৃষ্ণের সেবার প্রতি ভক্তিযুক্ত শুদ্ধ চিত্তই আমাদের পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার যোগ্যতা প্রদান করে।

ব্রহ্মসংহিতা ৫। ৩৮ বর্ণনা করে যে, 'প্রেমাঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত ভক্তি চক্ষু বিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্য-গুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়েও অবলোকন করেন সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।'

শিষ্যদের সাথে গাড়ীর মধ্যে কথোপকথন, জেনেভা, ১৯৭৫

প্রথমে যোগ্য হও, পরে আকাঙ্ক্ষা কর

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

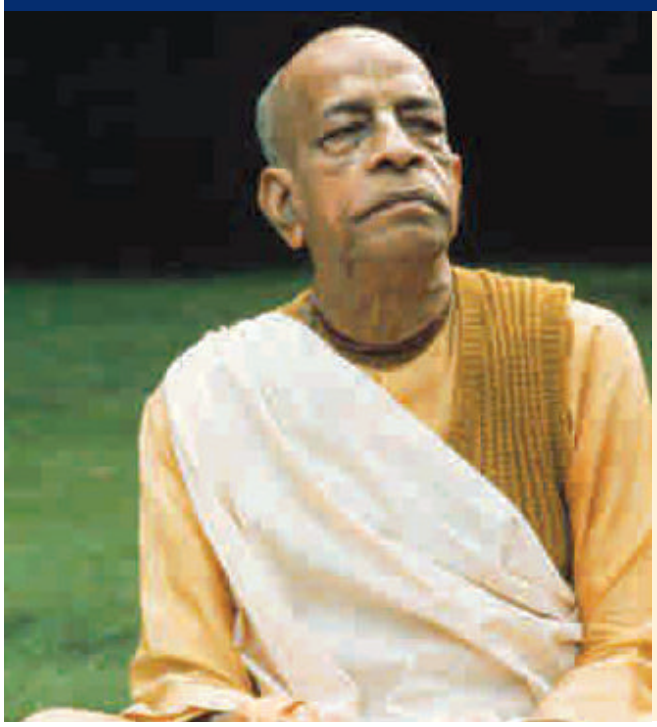

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ গতকাল আপনারা এক ধারণা পোষণ করেছিলেন যে, দেহ একটি মেশিন ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরাও এটিকে গ্রহণ করি। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যন্ত্রারূঢ়ানী ঃ 'দেহ একটি যন্ত্র', যন্ত্র শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'মেশিন'।

কিন্তু একই সময়ে আপনি একটি বিষয়ের ওপর নির্দেশ করেছেন যে, দেহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। মেশিন যথা গাড়ী কি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়?

ভক্ত ঃ গাড়ী কি কখনো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে পারে? (হাসি) না, শ্রীল প্রভুপাদ।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তাহলে যেখানে একটি মত বিরোধ রয়েছে, দেহ অবশ্যই একটি যন্ত্র। কৃষ্ণও তাই বলেছেন। সুতরাং এটি সন্দেহাতীত ভাবে সত্য। দেহ শুধুমাত্র একটি জটিল যন্ত্র, কিন্তু একই সময়ে

দেহ বৃদ্ধি প্রাপ্তও হয়। তাহলে কি রূপে এটি একটি যন্ত্র হতে পারে?

ভক্ত ঃ ভগবদ্গীতায় দেহকে কি যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না, কৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন দেহ একটি যন্ত্র। তিনি বলেননি যে, এটি যন্ত্রের সঙ্গে তুলনীয়। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি যন্ত্র।

ভক্ত ঃ তাহলে তো এটি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে পারে না, কারণ যন্ত্র কখনো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কিন্তু দেহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাহলে এর সমাধান সূত্র কি?

ভক্ত ঃ উত্তর, আমার মনে হয় প্রতি সেকেন্ডে দেহ পরিবর্তিত হচ্ছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, উদাহরণ স্বরূপ এই গাড়ী যেটিতে আমরা আরোহণ করে আছি এটি সাধারণভাবে একটি যন্ত্র। এখন আমি যদি একটি বড় গাড়ীর আকাঙ্ক্ষা করি তাহলে আমাকে অন্য একটি গাড়ী ক্রয় করতে হবে। এটা কখনোই হবে না যে, এই গাড়ীটি বড় হয়ে গেল। অথবা মনে করুন, আপনার একটি বড় গাড়ী আছে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ খুব খরচবহুল। আপনি একটি ছোট গাড়ী চান। আপনি কিন্তু তখন আপনার গাড়ীটিকে সঙ্কুচিত করে ছোট গাড়ী বানাতে পারবেন না। আপনাকে অন্য একটি ছোট গাড়ী ক্রয় করতে হবে। অনুরূপভাবে একটি শিশু তার শিশু দেহে যৌবন থাকে না। সে যদি যৌনতা উপভোগ করতে চায় তাহলে তার অন্য একটি দেহ প্রয়োজন, এক প্রাপ্তবয়স্ক দেহ। এটি এমনই একটি সরল ব্যাপার কিন্তু মূর্খেরা অনুধাবন করতে পারে না যে, প্রতি মুহূর্তে প্রকৃতি আমাদেরকে বিভিন্ন যন্ত্র, বিভিন্ন দেহ সরবরাহ করছে।

ভক্ত ঃ আমার মনে হয়, এই সমস্তই বর্তমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্তরের ঊর্ধ্বে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, কারণ কৃষ্ণের অপ্রাকৃত শক্তির দ্বারা এই সমস্তই আপনা আপনি ঘটে চলেছে ঃ *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রুয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ*। কৃষ্ণের শক্তি এমন চমৎকার এবং দ্রুতগতিতে কর্ম সম্পাদন করে তা কারোর বোধগম্য হয় না। আমাদের প্রতি মুহূর্তের দেহের পরিবর্তনের বিষয়টির সম্পর্কে উদাহরণ স্বরূপ সিনেমা কাটিম ফিতা যথোপযুক্ত। প্রত্যেকটি ছোট ছবি আলাদা, কিন্তু যখন তা একটি প্রোজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করানো হয় তখন আপনি তা বুঝতে পারবেন না। মনে হবে এটি একটি সুন্দর চলন্ত ছবি। কিন্তু এর প্রেক্ষাপটে বহু বহু ভিন্ন ভিন্ন ছবি বর্তমান। একটি ছবিতে আপনি দেখবেন একটি হাত এখানে, পরবর্তী ছবিতে দেখবেন সেই হাতটি ওখানে, আবার পরের ছবিতে এখানে ... কিন্তু যখন ছবিটি দ্রুত গতিতে দেখানো হবে তখন

মনে হবে হাতটি গতিময়। যে মুহূর্তে প্রোজেক্টরটি বন্ধ করা হবে হাতটি তখন একটি বিশেষ অবস্থায় স্থির হয়ে যাবে। সুতরাং যদি একটি সাধারণ সিনেমা চিত্র এই মায়া তৈরী করতে পারে তাহলে প্রকৃতির ইন্দ্রিয়াতীত শক্তি দ্বারা সৃষ্ট দেহ যন্ত্রটি কত বড় মায়া। মানুষ অনুধাবনই করতে পারে না যে, প্রতি মুহূর্তে তারা একটি ভিন্ন দেহ পাচ্ছে।

মূর্খরা কিভাবে এটিকে জানতে পারবে? তাদের কোন মেধাই নেই — সকলেই নিরেট বোকা জড়বাদী মূঢ়। তারা এটি অনুধাবন করতে পারে না, কিন্তু এই প্রক্রিয়া চলছে। আমি একটি নির্দিষ্ট বস্তু চাই, নির্দিষ্ট রূপ চাই এবং প্রকৃতি তা সরবরাহ করে।

ভক্ত ঃ কিন্তু এটি সত্য যে, কখনো কখনো আমরা এক বিশেষ দেহের আকাঙ্ক্ষা করি। অন্যথায় বলা যায় যে বিশেষ সক্ষমতা— যেমন সঙ্গীত বাদন — তথাপি আমরা তা কখনো করতে সক্ষম হই না।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সত্য, আপনার কর্ম দ্বারা আপনাকে সেই বিশেষ দেহ প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। যেমন কৃষ্ণ যা চান তা করতে পারেন। কিন্তু আপনি তাঁর ন্যায় স্বতন্ত্র নন। আপনি প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল এবং আপনার স্থিতি অতি তুচ্ছ। কিন্তু কৃষ্ণ পারেন। তিনি যখন যা ইচ্ছা করেন তৎক্ষণাৎ তা করতে পারেন। এটি বাইবেলেও উল্লেখিত আছে, 'ভগবান বলছেন, সেখানে এখন সৃষ্টি হোক, এবং তৎক্ষণাৎ সেখানে সৃষ্টি হবে।' কিন্তু আপনি তা করতে পারবেন না। আপনি যেকোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতি আপনার যোগ্যতা অনুযায়ী তা সরবরাহ করবে।

ভক্ত ঃ বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, প্রতি সাতবছর অন্তর সমস্ত দেহ পরিবর্তিত হয় এবং তখন সমস্ত অণুই প্রতিস্থাপিত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ প্রত্যেক সাত বছরে নয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী রক্তকণিকা প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে।

ভক্ত ঃ তারা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ প্রতি মুহূর্তে নতুন রক্তকোষ তৈরী হচ্ছে এবং পুরাতনগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। সুতরাং আপনি বলতে পারেন না যে, দেহ যন্ত্রটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। এটি ভ্রান্তিজনক। প্রকৃতপক্ষে প্রতি মুহূর্তে আপনি একটি নতুন যন্ত্র পাচ্ছেন।

(প্রত্যেকে গাড়ীর বাইরে এলেন)

আপনি যার যোগ্য তা আপনি জড়জগত থেকে পাবেন। আপনি কিছুই আকাঙ্ক্ষা করতে পারেন আবার একই সময়ে আপনি অন্য কিছুরও যোগ্য হতে পারেন। সুতরাং আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, মায়াবাদী মূর্খরা বলে, 'আমি ভগবান হতে আকাঙ্ক্ষা করি।' কিন্তু এইরূপ আকাঙ্ক্ষা কখনো পূর্ণ হয় না। তাই আমরা বলি — 'প্রথমে যোগ্য হও, তারপর আকাঙ্ক্ষা কর।'

আপনি যার যোগ্য তা আপনি জড়জগত থেকে পাবেন। আপনি কিছুই আকাঙ্ক্ষা করতে পারেন আবার একই সময়ে আপনি অন্য কিছুরও যোগ্য হতে পারেন। সুতরাং আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে না। তাই আমরা বলি — 'প্রথমে যোগ্য হও, তারপর আকাঙ্ক্ষা কর।'

ভক্ত ঃ এই সমস্তই আমাদের যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে, তা নয় কি?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, আপনার অবস্থা হচ্ছে অতি তুচ্ছ। তাই আপানার আকাঙ্ক্ষারও এক সীমা থাকা উচিত। এটি এরকম নয় যে, আপনি ঘোষণা করলেন, 'আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্বজনীন সর্বময় কর্তা হব।' মায়াবাদ দর্শনের এটিই ত্রুটি। কারণ আমরা সকলে আত্মা (অহম ব্রহ্মাস্মি) এবং পরমেশ্বরও আত্মা (পরব্রহ্ম), তারা ঘোষণা করে, 'গুণগতভাবে আমি ভগবানের সঙ্গে সমান এবং সর্বক্ষেত্রে তাই আমি ভগবানের সমকক্ষ।' এক বিন্দু সমুদ্রজলে যা উপকরণ বর্তমান তা সমগ্র প্যাসিফিক সাগরেও বর্তমান — এটি গুণগতভাবে সমুদ্রের সঙ্গে এক। কিন্তু একটি জলকণা যদি বলে, 'আমি সমুদ্র হতে আকাঙ্ক্ষা করি,' তাহলে তা সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা অনুধাবন করি যে, আমরা গুণগতভাবে এক কিন্তু মাত্রাগতভাবে পরমেশ্বরের নিকট অতি তুচ্ছ, আর এটিই আমাদের ত্রুটিহীনতা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা এক সর্বোত্তম সুযোগ

শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ

যখন নারদমুনি দীর্ঘ বারো বৎসর কাল ব্যাপী লক্ষ্মী মাতার সেবা করছিলেন, তিনি তখন বললেন, 'আমি তোমার সেবায় অত্যন্ত প্রীত, তুমি কি প্রার্থনা কর বল?' নারদ মুনি বললেন, 'আমি ভগবান নারায়ণের মহাপ্রসাদ চাই।' লক্ষ্মীমাতা অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন কারণ এটি একমাত্র বস্তু যে, সম্বন্ধে ভগবান নারায়ণ নির্দেশ প্রদান করেছিলেন,'আমার ভুক্তাবশেষ কাউকে প্রদান করবে না।' তাই নারদমুনিকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৎস তুমি অন্য কিছু প্রার্থনা কর কারণ প্রভু নারায়ণ আমাকে তাঁর মহাপ্রসাদ বিতরণে নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করেছেন।'

কিন্তু নারদমুনি বললেন, 'আমি অন্য কিছু অভিলাষ করি না।' সাধারণত বৈকুণ্ঠে কেউ উদ্বেগের মধ্যে থাকে না, কিন্তু লক্ষ্মীদেবী উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন। ভগবান নারায়ণ তাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন তুমি উদ্বেগের মধ্যে আছ?' তখন লক্ষ্মী মাতা বর্ণনা করলেন যে, কিভাবে নারদমুনি দীর্ঘ বারো বৎসর তাঁর সেবা করছেন এবং সেই জন্য তিনি নারদমুনিকে পুরস্কৃত করতে চান, কিন্তু নারদমুনি শুধুমাত্র কিছু মহাপ্রসাদ পাবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আপনি তো আমাকে মহাপ্রসাদ বিতরণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। তখন প্রভু বললেন, 'তুমি মহাপ্রসাদ দিতে পার কিন্তু আমার সম্মুখে নয়।' তাই তিনি এক মুষ্টি প্রসাদ নিয়ে নারদমুনিকে ডেকে বললেন, 'আমি ভগবান নারায়ণের মহাপ্রসাদ পেয়েছি।' নারদমুনি বললেন, 'অনুগ্রহ করে আমাকে দিন মাতা।' তখন লক্ষ্মীদেবী তাঁকে দিলেন। তারপর নারদমুনি বাইরে এসে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলেন এবং অত্যন্ত পুলকিত হয়ে বলতে লাগলেন—

হরিবোল!! হরিবোল !! হরিবোল!! হরিবোল!! হরিবোল!!
হরিবোল!! হরিবোল!! হরিবোল!! হরিবোল!! হরিবোল!!
হরিবোল!! হরিবোল!! হরিবোল!! হরিবোল!! হরিবোল!!
হরিবোল!! হরিবোল!! হরিবোল!! হরিবোল!! হরিবোল!!
হরিবোল!! হরিবোল!! হরিবোল!! হরিবোল!! হরিবোল!!
হরিবোল!! হরিবোল!! হরিবোল!!

নারদমুনি সেই ভাবাবেশে সমগ্র জগত পরিভ্রমণ করছিলেন। তাঁকে লক্ষ লক্ষ সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল বোধ হচ্ছিল। তিনি অতিভাবাবেশকর অবস্থায় ছিলেন।

এইভাবে পরিভ্রমণ করতে করতে তিনি একদা কৈলাশের ওপর দিয়ে ভ্রমণ করছিলেন এবং দেবাদিদেব মহাদেব তাঁকে কৈলাশে অবতরণ করান। 'হে আমার ভ্রাতা নারদ, কেন তুমি এত পরমানন্দে আছ?' দেবাদিদেব মহাদেব জিজ্ঞাসা করলেন। তখন নারদমুনি ভগবান নারায়ণের মহাপ্রসাদ প্রাপ্তির ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। তখন মহাদেব বললেন, 'হে নারদ আমরা বন্ধু, আমরা জাতভাই, আমরা উভয়েই ব্রহ্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছি। তাই যখন তুমি ভগবান নারায়ণের মহাপ্রসাদ পেয়েছ, তাই ভাই হিসাবে নিশ্চয়ই আমার জন্য কিঞ্চিৎ রেখেছ।' কিন্তু সেই সময় যে মুহূর্তে মহাপ্রসাদ পেয়েছিলেন নারদমুনি তা সম্পূর্ণই খেয়ে নিয়েছিলেন। তাই নারদমুনি অতি অপ্রস্তুত অনুভব করলেন এবং কিভাবে না বলবেন ঠিক করতে পারলেন না। তিনি তখন দেখলেন যে, তার নখাগ্রে এক কণা প্রসাদ অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি তার হস্ত প্রক্ষালন করেননি। আমার নখাগ্রে কিছু অবশিষ্ট আছে। মহাদেব বললেন, 'এমন কি এক কণিকা মাত্র, এক ক্ষুদ্র কণা হলেও হবে, অনুগ্রহ করে আমাকে দাও।' দেবাদিদেব মহাদেব কি করেছিলেন? নারদমুনি তাকে কণিকামাত্র প্রদান করলেন। অতি শ্রদ্ধার সহিত মহাদেব তা গ্রহণ করলেন এবং ভাবাবেশ প্রাপ্ত হলেন — হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

তারপর মহাদেব তাঁর দুন্দুভি বাজিয়ে মহানৃত্য শুরু করলেন। তিনি পরমানন্দে এমন প্রবল নৃত্য শুরু করলেন যে, জগতের নিম্ন স্তরে ভূকম্প, প্রবল জলোচ্ছ্বাস শুরু হলো। তাই মাতা পার্বতী শঙ্কিত হয়ে সত্ত্বর কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করলেন। স্বামী!! স্বামী!! হে মহাদেব, নৃত্য বন্ধ করুন। তিনি তার চক্ষু উন্মিলন করলেন। তিনি মাতা গিরিজাকে দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, 'তুমি আমার আনন্দ উপভোগ ভঙ্গ করলে।' মাতা পার্বতী বললেন, 'আমি দুঃখিত কিন্তু এখন তো মহাপ্রলয়ের সময় নয়, তবুও আপনার নৃত্য জগতের নিম্ন দেশে মহাপ্রলয়ের আবহ সৃষ্টি করছে। এই ভৌম জগতের মাতা হিসাবে আমার কিছু করণীয় আছে।' দেবাদিদেব মহাদেব আশুতোষ, অল্পেই ক্রোধিত হন আবার অল্পেই তুষ্ট হন। তাই তিনি শান্ত হলেন। মহাপ্রসাদ পেয়ে মহানন্দে মত্ত জেনে মহাদেবকে মাতা পার্বতী তখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি আপনার অর্ধাঙ্গিনী, আমি স্ত্রী রূপে প্রত্যহ আপনার সেবা করছি, এই বট বৃক্ষের নীচে আপনার সঙ্গে বসবাস করেছি তাই আবশ্যিক রূপেই আপনি আমার জন্য কিছু মহাপ্রসাদ সঞ্চিত করে রেখেছেন। মহাদেব বললেন, 'না'! মাতা বললেন, 'না! কেন না?' তিনি বললেন, 'আমি ভাবলাম তুমি যোগ্যা নও।' 'কি! আমি যোগ্যা নই? আমি নারায়ণের দৈবী শক্তি, আমি নারায়ণী, বৈষ্ণবী, জগতের ভগবতী ইত্যাদি নামে খ্যাত। তাই মহাপ্রসাদ না পাওয়াতে আমি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করছি। অত্যন্ত অপমানিত। এই রূপে আমি কাউকে অপমানিত হতে দেব না। আমি

চণ্ডাল কুকুর প্রত্যেককে এই মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করাব।' সেখানে মহাদেব এবং পার্বতীর মধ্যে প্রচণ্ড দাম্পত্য বিবাদ শুরু হয়ে গেল।

ভগবান বিষ্ণু এই দাম্পত্য বিবাদ সমাধানের নিমিত্ত সেই স্থানে অবতীর্ণ হলেন। তিনি পার্বতীকে একান্তে জিজ্ঞাসা করলেন, পার্বতী তখন বললেন প্রভু আমি অতিশয় মর্মাহত কারণ আপনার মহাপ্রসাদ থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আমি প্রত্যেকের কাছে মহাপ্রসাদ বিতরণ করতে চাই। ভগবান বিষ্ণু বললেন যে, যদি কেউ আমার মহাপ্রসাদের শুধুমাত্র ঘ্রাণ নেয় তাহলেও সে মুক্তি পাবে। তারপর তিনি ঘোষণা করলেন, আমি দারুব্রহ্ম রূপে আমার ভ্রাতা ও ভগ্নীর সঙ্গে অবতীর্ণ হব এবং আমার সেই রূপ ভগবান জগন্নাথ হিসাবে পূজিত হবে এবং আমার সমস্ত প্রসাদ প্রথমে তোমাকে নিবেদন করা হবে।

শাস্ত্র বলে যে, আমরা দেহ নই। আমরা শাশ্বত আত্মা যা দেহকে সজীব রাখে। কিন্তু যতক্ষণ আমরা এই জড়জগতে আছি আমরা আমাদের দেহ দ্বারা পরিচালিত হই। কৃষ্ণ এত দয়াময় যে, আমরা আমাদের এই দেহ দ্বারা তাঁর সেবায় নিয়োজিত হতে পারি। তাই আপনার দেহ ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করুন।

তাই জগন্নাথ পুরীতে বিমলাদেবী নামে পার্বতীর শ্রীবিগ্রহ বর্তমান। জগন্নাথদেবের সমস্ত প্রসাদ বিমলাদেবীকে নিবেদন করা হয়। তাই এই প্রসাদকে মহাপ্রসাদ বলা হয় এবং এখানে একটি প্রথা বর্তমান যে, প্রত্যেকেই মাটিতে বসে শ্রদ্ধা সহকারে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। সে ব্রাহ্মণ হোক, ক্ষত্রিয় হোক, বৈশ্য হোক প্রত্যেকেই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতে পারেন। তাই আমরা বলি যে, এক অন্যতম তপস্যা হচ্ছে শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করা। কে এখানে এই মহাপ্রসাদ গ্রহণে ইচ্ছুক?

তাই ভক্তি যোগের অর্থ হচ্ছে উৎসব, আর তার অর্থ হচ্ছে নৃত্য, জপ, ভোজ, সাত্ত্বিক প্রসাদ। শ্রীবিগ্রহগণকে বলা হয় অর্চাবিগ্রহ, শ্রীবিগ্রহ ভগবান স্বয়ং, তিনি অবতার রূপে পরম ধাম থেকে এই জগতে অবতীর্ন হন। আমাদের ভগবানের সেবা করার এক উৎকৃষ্ট সুযোগ আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অতি ক্ষুদ্র সেবা নিবেদনের মাধ্যমে আপনি মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারেন। আপনি এই মহানন্দ আস্বাদন করতে পারেন। শাস্ত্র বলে যে, আমরা দেহ নই। আমরা শাশ্বত আত্মা যা দেহকে সজীব রাখে। কিন্তু যতক্ষণ আমরা এই জড়জগতে আছি আমরা আমাদের দেহ দ্বারা পরিচালিত হই। কৃষ্ণ এত দয়াময় যে, আমরা আমাদের এই দেহ দ্বারা তাঁর সেবায় নিয়োজিত হতে পারি। তাই আপনার দেহ ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করুন। আমরা প্রত্যেকেই কারো না কারো সেবায় নিয়োজিত। রাজনৈতিক নেতারা বলেন, 'আমায় ভোট দিন, আমি আপনাদের সেবা করতে চাই,' স্বামী তার পরিবারের সেবা করেন। স্ত্রী তার স্বামী ও সন্তান-সন্ততির সেবা করেন, কর্মচারী তার মালিকের সেবা করেন, কারো কারো পোষা কুকুর আছে, তারা কুকুরের সেবা করেন। সুতরাং প্রত্যেকেই কারো না কারো সেবায় নিয়েজিত। আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবাই হচ্ছে পরম, ঠিক যেন বৃক্ষমূলে জল সিঞ্চন।

প্রশ্ন ১। মৃত্যুর পর এই শরীর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা যদি শরীরের কোনও অংশ অন্যকে দান করি, সেটি যথার্থ কাজ কি না?

— প্রিয়সখী রঙ্গদেবী দাসী, হাওড়া

উত্তর ঃ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, দদাসি যৎ তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ (গীতা ৯/২৭) যদি কিছু দান করতে চাও তবে সেই সব আমাকে অর্পণ করো। যতদিন আমরা এই দেহ ধারণ করে রয়েছি, ততদিন আমাদের দেহ, মন, বাক্য সবই শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োগ করাটাই যথার্থ কর্তব্য। ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হওয়াই বস্তুর যথার্থ ব্যবহার।

কোনও ভিখারীকে দশ টাকা দিলাম। সে নেশার দ্রব্য কিনল। অর্থাৎ তার নেশা করার জন্য আমি টাকা দান করলাম। এটা বস্তুর অপব্যবহার হলো। আমাকেও কুকর্মের দায়ে পড়তে হবে। আমি চোখ দান করলাম, কিডনী দান করলাম। ডাক্তার আমার চোখ নিয়ে, আমার কিডনী নিয়ে এমন রোগীকে প্রদান করলো, যে ব্যক্তিটি সাধন ভজন করলো না, বরং ভক্তিবিরুদ্ধ আচরণ বা কুকর্ম করতে লাগল। অর্থাৎ আমি যে দান করলাম তা অবশ্যই তামসিক দান। এই দানের ফলে আমাকে অনর্থক যাতনা পেতে হবে। কিন্তু উচ্চতর স্বার্থে বিশ্বের কল্যাণার্থে, দধীচি মুনির মতো কেউ যদি নিজ অঙ্গ দান করে, সেই ক্ষেত্রে দোষ নেই। বরং সেই সাত্ত্বিক দানের ফলে ব্যক্তির আত্মিক কল্যাণ সাধিত হয়।

প্রশ্ন ২। শ্রীকৃষ্ণ কেন অনৈতিকভাবে দ্রোণাচার্য, কর্ণ ও ভীষ্মদেবকে বধ করালেন? এর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা কি?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ দিব্য। তাঁর জন্ম, তাঁর কর্ম অপ্রাকৃত (গীতা) অর্থাৎ আমাদের জড় বুদ্ধির অতীত। সেইজন্য ভালো-মন্দ, নৈতিক-অনৈতিক, ঠিক-ভুল এসব বিচার বদ্ধজীবদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কৃষ্ণ নৈতিক-অনৈতিকতার ঊর্ধ্বের তত্ত্ব।

মনুষ্য সমাজে অবতীর্ণ হয়ে তাঁকেও মনুষ্যোচিত নৈতিকতা মেনে চলতে হবে যদি বলেন, সেই ক্ষেত্রেও কৃষ্ণ নীতিগত সূত্রে যথার্থ ব্যবস্থা করেছেন। যেমন, নীতি সূত্র হলো সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না। কৃষ্ণ শান্তির প্রস্তাব রেখেছিলেন কৌরব রাজসভায়। বলেছিলেন, হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, আপনি আপনার বড় ভাই পাণ্ডুর পুত্রদের প্রতি পিতার মতো স্নেহ করুন। তারা ন্যায়নীতি পরায়ণ, আপনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সকলের প্রতি সৌজন্য মূলক ব্যবহার করে থাকে। তাদের প্রতি উৎপীড়নমূলক কার্য আপনি বরদাস্ত করবেন না। যদি আপনি মনে করেন, আপনার পুত্র দুর্যোধনই রাজা হোক, তাতেও কোনও দুঃখ নেই। কিন্তু পাণ্ডবদের জন্য মাত্র পাঁচটা গ্রাম দিন। আর হস্তিনাপুরের একচ্ছত্র রাজাধিরাজ রূপে দুর্যোধনই থাকুক। তা হলে আপনাদের সবারই মনের শান্তি হবে বলে মনে করি। হে রাজন, আপনি দয়া করে এই প্রস্তাব বিষয়ে কিছু বলুন।

তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্র দুর্যোধনের ইচ্ছা জানতে চাইলে দুর্যোধন সেই রাজসভার মধ্যে তীব্র প্রতিজ্ঞা করলো, বিনা যুদ্ধে সূঁচের ডগার মাটিকণা পর্যন্ত আমি পাণ্ডুপুত্রদেরকে দেব না। এই কথা শুনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র মৌন থাকলেন। অর্থাৎ তিনি যুদ্ধকে সমর্থন করলেন, শান্তি নয়। রাজসভায় শ্রীকৃষ্ণের সোজা শান্তি প্রস্তাবটিকে সম্পূর্ণ রূপে অগ্রাহ্য করা হলো। তাই যুদ্ধের আয়োজন করতে হয়েছিল। আর, সেই মহাযুদ্ধে অত্যাচারী দুর্নীতিগ্রস্ত কুটকৌশলী দুর্যোধনের পক্ষে যুক্ত হয়েছিলেন অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, মহাবীর কর্ণ, বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ভীষ্মদেব। এসব ভয়ংকর

যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ টিকিয়ে রাখা অসাধ্য ব্যাপার। যুদ্ধনীতি হলো, রণাঙ্গনে হয় মারতে হবে, নয়তো মরতে হবে। প্রতিপক্ষ যদি দুর্ধর্ষ ও প্রবল হয় তবে যুদ্ধনীতি হচ্ছে সরাসরি যুদ্ধ না করে কিছু কৌশল অবলম্বন করা। কোনও কোনও যোদ্ধা নিজ পক্ষীয়দের রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। যুদ্ধনীতি হচ্ছে বিপক্ষকে ধাঁধা লাগিয়ে নিজ পক্ষকে রক্ষা করা। বিপক্ষীয় দ্রোণাচার্য যুদ্ধের নিয়মনীতি জানা সত্ত্বেও অন্যায় ভাবে সপ্তরথী ঘিরে অর্জুনপুত্র অভিমন্যুকে বধ করেছিলেন। পাণ্ডবরা জানতেন এই সব বিপক্ষীয় যোদ্ধাদের বিশেষত ভীষ্ম বা দ্রোণাচার্যের হাতে অস্ত্র থাকা মানেই হলো পরাজয় বরণ করে নিতে হবে বা মরতে হবে। এমন সুযোগ নিতে হবে যাতে উনারা অস্ত্র হাতে থাকবেন না, তখনই অস্ত্র নিক্ষেপ করতে হবে।

বিপক্ষীয় দ্রোণ, কর্ণ এবং ভীষ্মদেবও জানতেন কার হাতে তাঁদের মৃত্যু দশা হবে। যেমন বহু আগের থেকেই অগ্নিজাত ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে তার মৃত্যু হবে দ্রোণাচার্য জানতেন। কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন জানতেন দ্রোণাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যু সংবাদ পেলে দ্রোণাচার্য নিরস্ত্র হবে সেই চিন্তা করে ভগবান একটি সংবাদ ভীমকে দিতে বলেছিলেন। ভীম একটি অশ্বত্থামা নামে হাতিকে মেরে ফেললেন। তারপর চিৎকার করলেন আমি অশ্বত্থামাকে মেরে ফেলেছি। দ্রোণাচার্য সেই কথা বিশ্বাস করলেন না। সামনে যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে সত্য বলেছিলেন। প্রশ্ন ছিল, হে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, ঐ ভীম চেঁচাচ্ছে, সে অশ্বত্থামাকে হত্যা করেছে। তুমি সত্যবাদী, সত্য কথাটি বলো তো। যুধিষ্ঠির বললেন, হ্যাঁ সত্যি অশ্বত্থামাকে ভীম মেরে ফেলেছে, সেটা ছিল একটা হাতি। দ্রোণাচার্য এমন প্রশ্ন করেননি যে, হে যুধিষ্ঠির আমার পুত্র অশ্বত্থামাকে কি ভীম মেরে ফেলেছে? প্রশ্নটি ছিল অন্য রকম। যুধিষ্ঠিরের সত্য কথাটি পূর্ণরূপে না শুনেই দ্রোণাচার্য অস্ত্র ফেলে দিয়ে দেহত্যাগের জন্য বিদায় নেওয়ার সংকল্প করলেন। তখন ভীম কিংবা যে কোন শত্রু তাঁকে বধ করতে এগিয়ে আসতে পারতো, কিন্তু যে ধৃষ্টদ্যুম্ন আগের থেকে বিহিত তিনি সেই সুযোগ গ্রহণ করে তাঁর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটি ছিল ধর্মযুদ্ধ অবশ্যই। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মদেবকে যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, হে পিতামহ ধর্মপথ কোন্‌টা। ভীষ্মদেব বললেন, আমি ঋষিদের কাছে শুনেছি, বেদচর্চাও করেছি, তাতে জেনেছি শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ মেনে চলাটাই সনাতন ধর্ম, এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ধর্ম নেই।

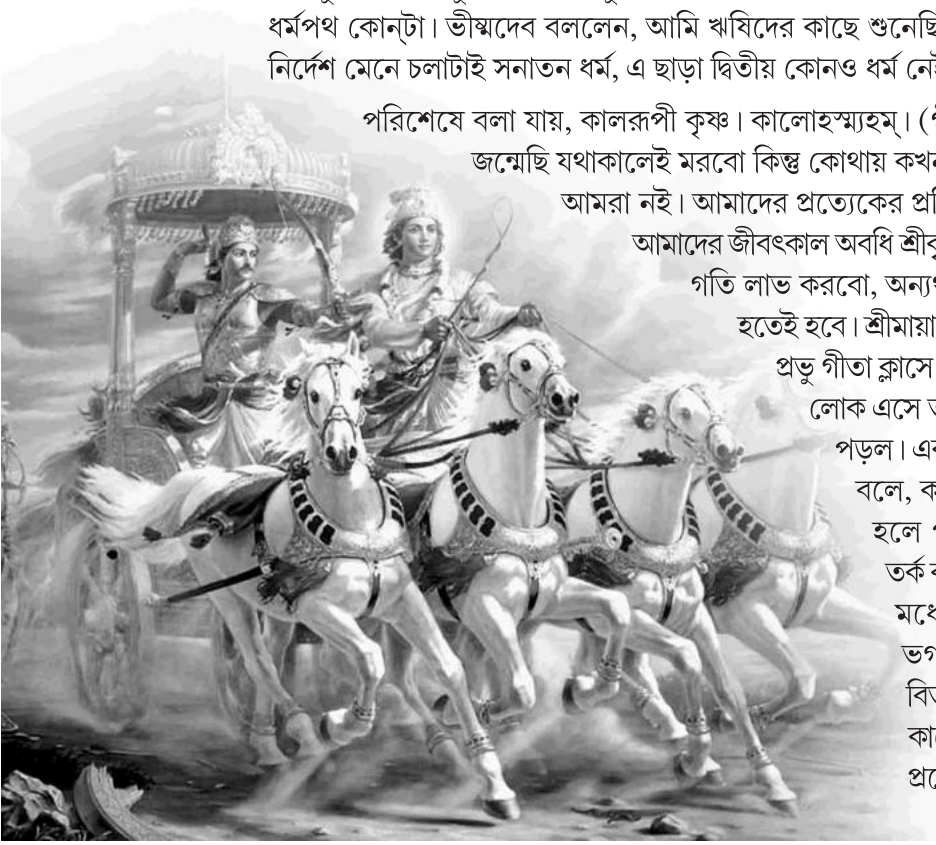

পরিশেষে বলা যায়, কালরূপী কৃষ্ণ। কালোহস্ম্যহম্‌। (গীতা) কালের অধীনস্থ জীব আমরা যথাকালে জন্মেছি যথাকালেই মরবো কিন্তু কোথায় কখন কিভাবে মরবো, সেই ব্যাপারটি কালই জানে, আমরা নই। আমাদের প্রত্যেকের প্রতি একটা চূড়ান্ত নীতি নিবেদিত আছে এই যে, আমাদের জীবৎকাল অবধি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে চললে আমরা সচ্চিদানন্দময় গতি লাভ করবো, অন্যথায় অমোঘ কালচক্রে এই জড় ব্রহ্মাণ্ডে নাকাল হতেই হবে। শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরের প্রধান পূজারী শ্রীজননিবাস প্রভু গীতা ক্লাসে বলেছিলেন, তালফল গাছ থেকে পড়ল। দুইজন লোক এসে তর্ক করতে লাগল, তাল কেন এভাবে গাছ থেকে পড়ল। একজন বলে, তাল পেকেছে তাই পড়ল। অন্যজন বলে, কাক উড়ে এসে তালে বসেছিল তাই পড়ল। না হলে পড়তো না। এভাবে তারা তাল-বেতাল যুক্তি তর্ক করছিল। একজন ভক্ত সেই তালে এসে নিমেষের মধ্যে তালফল নিয়ে গেল এবং বড়া বানালো। ভগবানকে নিবেদন করে তালের বড়া অন্যান্যদের বিতরণ করল। তার কাছে এভাবে তাল কেন পড়ল, কাকের উড়ে এসে গাছে বসা ঠিক হলো কিনা, এসব প্রশ্নের এক ফোঁটাও মূল্য নেই।

প্রশ্নোত্তরে ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

কেন হাজার হাজার মানুষ
বৃন্দাবনেই শুধু পরম সুখ অনুভব করেছিলেন ?

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

আপনি ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টে দেখলে বহু বিখ্যাত স্ত্রী ও পুরুষ মানুষের জীবনশৈলী দেখতে পাবেন যেখানে তারা তাদের জড় জীবনে সকল সুখ ভোগের সমস্ত উপকরণে সমৃদ্ধ ছিলেন কিন্তু তারা তাদের পারমার্থিক গন্তব্যের লক্ষ্য প্রাপ্ত করার নিমিত্ত এই জড় সুখের উপাদান সমুহ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিলেন। তারা শুধু তাদের দেহ মন ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ইচ্ছাতে তৃপ্ত ছিলেন না। পশুরাও তো একই জিনিস করে। তাদের চেতনা সর্বদাই তাদেরকে নিরবিচ্ছিন্ন রূপে এক বিশেষ কিছুর দিকে ধাবিত করেছে যা ভৌতিক বা ক্ষণস্থায়ী নয়। তারা এমন এক সুখের অন্বেষণ করেছেন যা ক্লেশ এবং দুর্দশা দ্বারা দুষিত নয়। তারা সর্বদাই সেই প্রেমের অন্বেষণ করেছেন যা কামনাহীন, নির্মল।

এই সমস্ত আধ্যাত্মিক অন্বেষণকারীরা হয় তারা বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন নতুবা কোনও তীর্থ স্থানে গমন করেন যেখানে তাঁরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ভজন করতে পারবেন, তাদের এই আধ্যাত্মিক যাত্রাপথ শুরুর পূর্বে তাঁদের সমস্ত ধন সম্পদ তাঁদের আত্মীয় পরিজন এবং যারা দরিদ্র তাদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। তাদের প্রস্থান খুব বিষন্নময় হয় কারণ তারা এবং তাদের পরিজনবর্গ এটা খুব প্রাঞ্জলভাবে অনুধাবন করতে পারে যে, এটিই তাদের শেষ সাক্ষাৎ। মোবাইল ফোন ইন্টারনেট এবং অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে জরুরী অবস্থায় পরিজনবর্গের সংস্পর্শে থাকা অথবা তাদের সঙ্গে বার্তালাপ সম্ভব নয়। কিন্তু তাদের আধ্যাত্মিক চেতনা লাভের লিপ্সা এত প্রবল থাকে যে, তারা সমস্ত রকম প্রতিকূলতা এবং প্রতিবন্ধকতাকে সহ্য করতে সম্মত থাকে।

পরম সত্যের অন্বেষণে পবিত্র স্থান সমুহ পরিভ্রমণের সেই ঐতিহ্য আজও এমনকি এই কলিযুগেও ভারতবর্ষে বিদ্যমান। শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে যে, কলিযুগ হচ্ছে পবিত্র যুগ কারণ এই যুগে শাশ্বত জীবাত্মা নিজ মনোনয়ন অনুসারে

এই মৃত্যুশীল জগতে বসবাস করছে এবং দুর্ভাগ্যক্রমে তারা আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের প্রতি নিস্পৃহ হয়ে ভৌতিক লক্ষ্যের প্রতি উৎসাহিত হচ্ছে। কিন্তু এটা মনে হচ্ছে যে, কলিযুগ এখন জায়মান অবস্থায়। মাত্র পাঁচ হাজার বছরের পুরাতন এবং তাই এখনো আমরা বহু মানুষ দেখতে পাই যাদের আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে উৎসাহ রয়েছে।

সুতরাং আমরা যদি কোন পবিত্র স্থানে যাই তাহলে সেখানে আমরা হাজার হাজার মানুষ দেখতে পাবো। যখন আমরা পূর্ণ জড়বাদী বা বর্তমান মাধ্যম সমুহ দ্বারা পূর্ণরূপে প্রভাবিত মানুষ জনদের সঙ্গে বসবাস করি তখন আমরা এটাই বিশ্বাস করতে শুরু করি যে, জীবনটাই হচ্ছে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য। তাই এটাই দৃষ্ট হয় যে, প্রত্যেকেই যা করছে তা শুধু ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য এবং আমাদেরও তাই করা উচিত।

কিন্তু এটি সত্য নয়। এখনো বহু মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি বর্তমান, যারা জ্ঞাত আছেন যে, দুর্লভ মনুষ্য জীবন জাগতিক সুখ ভোগের নিমিত্ত নষ্ট করা উচিত নয়, বরং পরম সত্যকে জানবার জন্য ব্যবহার করা উচিত।

আমি এটিকে এই ভাবে ব্যক্ত করতে পারি কারণ অতি সাম্প্রতিক কালে আমার এরকম হাজার হাজার ভক্তের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছিল যারা শ্রীবৃন্দাবনে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের দিব্য সেবার ঐকান্তিক অভ্যাস করছিলেন। সকলেই বৃন্দাবনে অবস্থান করছিলেন মহত্ত্বপূর্ণ কার্তিক যাত্রার অঙ্গ হিসাবে। তারা শ্রীমদ্ রাধানাথ স্বামী মহারাজের নেতৃত্বে ইসকন চৌপাট্টি, মুম্বাই থেকে আগমন করেছিলেন। প্রায় ৭০০০ হাজার ভক্ত এই কার্তিক যাত্রার জন্য তাদের নাম নথিভুক্ত করেন। এছাড়া আরও কয়েক হাজার অতিরিক্ত ভক্ত এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন যারা বিশেষ কোন কারণবশতঃ তাদের নাম নথিভূক্ত করাতে পারেননি।

বৃন্দাবন কোন সাধারণ স্থান নয়, এটি সেই স্থান যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর্বিভূত হয়েছিলেন । শাস্ত্র এবং পণ্ডিত ব্যক্তিরা দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঘোষণা করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। যদিও বাহ্যিকভাবে মনে হতে পারে যে, বৃন্দাবন অন্যান্য নগর বা শহরের ন্যায় শুধুই একটি সাধারণ নগর বা শহর, কিন্তু যদি কেউ বৃন্দাবনে কিছু কাল অতিবাহিত করেন তাহলে তিনি অবশ্যই কৃষ্ণপ্রেমে আকৃষ্ট হবেন। এখানে শুধুমাত্র ব্রজবাসীরাই নন, ভাগ্যবান অন্যান্য বৃন্দাবনবাসীরা এমনকি ব্রজের প্রতিটি ধূলিকণা নিরন্তর পরমানন্দে সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তনে মগ্ন থাকেন। বৃন্দাবন হচ্ছে কৃষ্ণের আলয়। এটি রাধারাণীর আলয়। এবং আমরা বলি এটি আমাদেরও আলয়। শিশু সর্বদাই তার পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করে। কৃষ্ণ এবং শ্রীমাতী রাধারানী আমাদের পিতা এবং মাতা। সেই সূত্রে বৃন্দাবনও আমাদের আলয়।

এই পরম সত্যকে জানার পর লক্ষ লক্ষ মানুষ এই পবিত্র স্থানটি দর্শনে আসেন, কৃষ্ণের সঙ্গে বিস্মৃত সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে আসেন যাতে করে তারা আবার কৃষ্ণের ধামে পুনরায় বসবাসের সুযোগ পান যেখানে কোন উদ্বেগ, অবসাদ, শত্রুতা, দুর্দশা, ব্যাধি এবং মৃত্যু নেই। বৃন্দাবনে একজন চিরকাল কৃষ্ণের সান্নিধ্যে পরম সুখে বাস করতে পারেন। এই পরম সুখকে প্রাপ্ত করার নিমিত্ত সমগ্র ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার ভক্ত কার্তিক যাত্রার সময় শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করেছিলেন। শাস্ত্রে কার্তিক মাসকে বৎসরের পবিত্রতম মাস হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বৃন্দাবন হচ্ছে সমগ্র জগতের পবিত্রতম স্থান। তাই কোন

আন্তরিক ভক্ত বৃন্দাবনে এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করতে চায় না। সূর্যোদয়ের পূর্বেই দিবস শুরু হয়। ভোর সাড়ে চারটের সময় ভক্তরা কৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরের অভিমুখে ধাবিত হন মঙ্গল আরতিতে অংশগ্রহণ এবং অপরূপ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতী রাধারাণী, শ্রীবলরাম এবং শ্রীগৌর-নিতাই এর শ্রীবিগ্রহ দর্শনের জন্য। আরতির পরেই ভক্তরা সত্ত্বর ইসকন গোশালার গতিমুখে গমন করেন যেখানে প্রাতরাশ প্রসাদের স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। প্রাতরাশ প্রসাদের সময় নির্ধারিত ছিল সকাল ছটার সময়। কারণ তারপরেই ভক্তরা শ্রীবৃন্দাবনের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনে বার হতেন। দূরবর্তী স্থানগুলির দর্শনের জন্য বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল যার সময় নির্দিষ্ট ছিল সাতটার সময়। যাদের বাসস্থান গোশালার নিকট বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই ভক্তরা পদব্রজে কীর্তন করতে করতে যেতেন। প্রত্যেকটি মাহাত্ম্যপূর্ণ স্থানগুলিতে এক একজন প্রবীণ ভক্ত উপস্থিত থাকতেন যিনি দর্শনার্থী ভক্তগণকে সেই স্থানের মাহাত্ম্য এবং সেই স্থান সম্পর্কিত ভগবানের দিব্যলীলা বর্ণনা করতেন। মধ্যাহ্নের মধ্যে সকলকে প্রসাদ স্থানে ফিরে আসতে হতো যাতে করে প্রসাদ থেকে কেউ বঞ্চিত না হন।

অন্যত্র এক দীর্ঘ প্রতীক্ষিত অনুষ্ঠান যা হলো শ্রীমদ্ রাধানাথ স্বামী মহারাজের সান্ধ্যকালীন প্রবচন যা বিকেল পাঁচটা নাগাদ শুরু হতো। হাজার হাজার ভক্ত একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে তা শ্রবণ করতেন এবং মহারাজ নিরলস ভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলাকথা বর্ণনা করতে করতে বৃন্দাবন যাত্রায় নিয়ে যেতেন। নৈশকালীন কীর্তনে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের দিব্য ধ্বনিতে প্রত্যেকেই নিমগ্ন হয়ে যেতেন, প্রত্যেকেই কীর্তন করতেন, প্রত্যেকেই লক্ষ্য করতেন, কিন্তু তা তাদের নিজেদের জন্য নয়, শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। আবার শ্রীবৃন্দাবনে কিভাবে একজন গোবর্ধন পর্বত পরিক্রমা থেকে বঞ্চিত থাকতে পারেন! শ্রীবৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম লীলা হচ্ছে তার কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা গোবর্ধন পর্বত উত্তোলন এবং দীর্ঘ সাতদিন ব্যাপী তা ধারণ যা ব্রজবাসীগণকে ইন্দ্রের ক্রোধ থেকে রক্ষা করতে সম্পাদিত হয়েছিল। যাত্রার অন্তিম দিবসে আমরা পরিক্রমা সম্পন্ন করেছিলাম। ঊষাকালে আমরা হাজার হাজার ভক্ত গোবর্ধনে একত্রিত হয়েছিলাম। আমরা সেখানে একাই ছিলাম না, আমাদের মতো আরও অনেক কৃষ্ণভক্ত সেখানে ঐ একই উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছিলেন। সমগ্র পরিক্রমটি ২১ কিলোমিটার বিস্তৃত যা সম্পন্ন করতে প্রায় ছয় থেকে সাত ঘন্টা সময় প্রয়োজন কিন্তু পরিক্রমার মধ্যে যদি কেউ অন্য পবিত্র স্থান সমুহ দর্শন করতে ইচ্ছা করেন তাহলে আরও অধিক সময় প্রয়োজন।

কৃষ্ণসেবাতে যে পরমানন্দ যা আমরা অনুভব করেছি তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, যেটি আমাদের দেহ এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির তুলনায় কয়েক লক্ষগুণ বেশী। তাই দীর্ঘকাল ব্যাপী পরম পবিত্র তীর্থস্থান দর্শন এবং ভক্তসঙ্গে বসবাস করার প্রয়াসই এর একমাত্র কারণ। ভক্তসঙ্গে কিভাবে আমাদের নিম্ন গুণের প্রকৃতিকে দমন করতে পারা যায় তার শিক্ষা লাভ করি এবং কিভাবে একটি সুখী কৃষ্ণভাবনাময় জীবন লাভ করা যায় তার কলাও শিখতে পারি।

কৃষ্ণসেবাতে যে পরমানন্দ যা আমরা অনুভব করেছি তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, যেটি আমাদের দেহ এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির তুলনায় কয়েক লক্ষগুণ বেশী। তাই দীর্ঘকাল ব্যাপী পরম পবিত্র তীর্থস্থান দর্শন এবং ভক্তসঙ্গে বসবাস করার প্রয়াসই এর একমাত্র কারণ।

সমগ্র বিশ্বের হাজার হাজার ভক্ত একত্রিত হয়েছিলেন, একত্রে জপ করেছেন, কীর্তন করেছেন, নৃত্য করেছেন, প্রসাদ গ্রহণ করেছেন এবং প্রার্থনা করেছেন। এ সমস্ত তখনই সম্ভব যখন আমরা আমাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপন করবো। এইরূপ এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা আমি আমার সমগ্র জীবনব্যাপী লালন পালন করবো এবং যখন অনুরূপ যাত্রায় অংশগ্রহণ করার পুনঃ সুযোগ পাব, আমি অতি অবশ্যই তা গ্রহণ করবো।

পুরুষোত্তম নিতাই দাস ইসকন কোলকাতার ভক্তিবৃক্ষের একজন সদস্য। তিনি আই. বি. এম.-এ পরামর্শদাতা রূপে কর্মরত। তিনি ব্লগ লেখেন http:/krishnamagic.blogshot.co.uk/

সৌখিন খিচুড়ি

উপকরণ ঃ গোবিন্দভোগ চাল ৫০০ গ্রাম। সোনা মুগের ডাল ৮০০ গ্রাম। ঘি ১০০ গ্রাম। চিনি ৫০ গ্রাম। গোলমরিচ বাটা ১ চা-চামচ। কাঁচা লংকা বাটা ১ চা -চামচ। আদা বাটা ১ টেবিল চামচ। জিরা বাটা ১ টেবিল চামচ। লবন ও হলুদ আন্দাজ মতো। তেজপাতা ৫টি। সাহী গরম মশলার গুঁড়ো ২ চা-চামচ। নারকেল কুচি ১ কাপ। কাজু ও কিসমিস মিলিয়ে ১ কাপ। সুইট কর্ণ (ভূট্টার আটা) ১ কাপ। আমূল বাটার ১ টেবিল-চামচ।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ প্রথমে একটা শুকনো কড়াইতে মুগের ডাল একটু ভেজে নিন। চাল ডাল আলাদা ভাবে বেছে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন। জল ঝরানো চাল ও ডাল একটা পাত্রে নিয়ে তাতে গোলমরিচ বাটা, লংকা বাটা, আদা বাটা, জিরে বাটা, লবন, হলুদ দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে আধাঘন্টা মতো রেখে দিন।

একটা হাঁড়ি বা ডেকচি উনানে বসিয়ে তাতে ঘি দিয়ে নারকেল কুচি, কাজু কিসমিস হালকা করে ভেজে তুলে নিন। তারপর ঐ ঘিয়ের মধ্যে হাঁড়িতে বা ডেকচিতে মশলা মাখানো চাল ডাল ঢেলে দিয়ে একটু নাড়িয়ে দিয়েই জল দিন। আঁচ হালকা থাকবে। ঢাকনা চাপা দিন। ঢাকনা খুলে মাঝে মাঝে নাড়িয়ে দিন। চাল ডাল সেদ্ধ হয়ে গেলে চিনি, নারকেল, কাজু কিশমিশ দিয়ে নাড়িয়ে দিন। সুইট কর্ণ দিয়ে নাড়িয়ে দিন।

পাঁচ মিনিট পরে আঁচ বন্ধ করে দিন। সাহী গরম মশলার গুঁড়ো এবং বাটার মিশিয়ে পাঁচ মিনিট ঢাকনা চাপা দিয়ে রাখুন। তারপর গরম গরম এই খিচুড়ি শ্রীশ্রী গৌর নিতাইকে ভোগ নিবেদন করুন।

—রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বৈষ্ণব পঞ্জিকা

❀❀❀❀❀ ৫৩৪ গৌরাব্দ ❀❀❀❀❀

২০২০ — ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, ১৪২৬ — ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

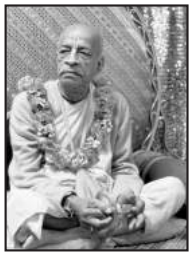

১০ মার্চ (২০২০) ২৬ ফাল্গুন ১ বিষ্ণু মঙ্গলবার প্রতিপদ ঃ শ্রীল জগন্নাথ মিশ্রের আনন্দ উৎসব।

১৪ মার্চ ৩০ ফাল্গুন ৫ বিষ্ণু শনিবার পঞ্চমী ঃ মীন সংক্রান্তি।

১৬ মার্চ ২ চৈত্র ৭ বিষ্ণু সোমবার অষ্টমী ঃ শ্রীল শ্রীবাস পন্ডিতের আবির্ভাব তিথি।

২০ মার্চ ৬ চৈত্র ১১ বিষ্ণু শুক্রবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ পাপমোচনী একাদশী ও উন্মীলনী মহাদ্বাদশীর উপবাস।

২১ মার্চ ৭ চৈত্র ১২ বিষ্ণু শনিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-৩৯ থেকে সকাল ৭-৫৭ মধ্যে। শ্রীল গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। অগ্রদ্বীপ মেলা।

২৪ মার্চ ১০ চৈত্র ১৫ বিষ্ণু মঙ্গলবার অমাবস্যা।

২৯ মার্চ ১৫ চৈত্র ২০ বিষ্ণু রবিবার পঞ্চমী ঃ শ্রীল রামানুজ আচার্যের আবির্ভাব তিথি।

২ এপ্রিল ১৯ চৈত্র ২৪ বিষ্ণু বৃহস্পতিবার নবমী ঃ শ্রীরাম নবমী মহোৎসব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

৪ এপ্রিল ২১ চৈত্র ২৬ বিষ্ণু শনিবার শুক্লা একাদশী ঃ কামদা একাদশীর উপবাস। শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের আবির্ভাব তিথি।

৫ এপ্রিল ২২ চৈত্র ২৭ বিষ্ণু রবিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-২৪ থেকে সকাল ৯-৩৪ মধ্যে। দমনক রোপন দ্বাদশী।

৮ এপ্রিল ২৫ চৈত্র ৩০ বিষ্ণু বুধবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীবলরামের রাসযাত্রা। শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত রাস। শ্রীল বংশীবদন ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি। শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথি।

১৩ এপ্রিল ৩০ চৈত্র ৫ মধুসূদন সোমবার ষষ্ঠী ঃ মেষ সংক্রান্তি।

১৪ এপ্রিল ১ বৈশাখ (নববর্ষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ) মঙ্গলবার সপ্তমী ঃ শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। তুলসী-শালগ্রামে জলধারা দান আরম্ভ।

১৭ এপ্রিল ৪ বৈশাখ ৯ মধুসূদন শুক্রবার দশমী ঃ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তিরোভাব তিথি।

১৮ এপ্রিল ৫ বৈশাখ ১০ মধুসূদন শনিবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ বরুথিনী একাদশীর উপবাস।

১৯ এপ্রিল ৬ বৈশাখ ১১ মধুসূদন রবিবার কৃষ্ণা দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-১২ থেকে সকাল ৯-২৭ মধ্যে।

২৩ এপ্রিল ১০ বৈশাখ ১৫ মধুসূদন বৃহস্পতিবার অমাবস্যা ঃ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আবির্ভাব তিথি।

২৬ এপ্রিল ১৩ বৈশাখ ১৮ মধুসূদন রবিবার তৃতীয়া ঃ অক্ষয় তৃতীয়া। শ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা আরম্ভ। একুশ দিন পর্যন্ত চলবে। শ্রীকৃষ্ণের নৌকা বিহার।

৩০ এপ্রিল ১৭ বৈশাখ ২২ মধুসূদন বৃহস্পতিবার সপ্তমী ঃ জহ্নু সপ্তমী।

২ মে ১৯ বৈশাখ ২৪ মধুসূদন শনিবার নবমী ঃ শ্রীরামপত্নী সীতাদেবীর আবির্ভাব তিথি। শ্রীমতী জাহ্নবাদেবীর আবির্ভাব তিথি। শ্রীল মধুপণ্ডিতের তিরোভাব তিথি।

৪ মে ২১ বৈশাখ ২৬ মধুসূদন সোমবার শুক্লা একাদশী ঃ মোহিনী একাদশীর উপবাস। ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী।

৫ মে ২২ বৈশাখ ২৭ মধুসূদন মঙ্গলবার ত্রয়োদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-০০ থেকে সকাল ৯-২২ মধ্যে। শ্রীরুক্মিনী দ্বাদশী। শ্রী জয়ানন্দ প্রভুর তিরোভাব তিথি।

৬ মে ২৩ বৈশাখ ২৮ মধুসূদন বুধবার চতুর্দশী ঃ শ্রীনৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত। সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস।

৭ মে ২৪ বৈশাখ ২৯ মধুসূদন বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল ও সলিল বিহার। শ্রীশ্রীরাধারমণদেবের আবির্ভাব তিথি। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর আবির্ভাব তিথি। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্যের আবির্ভাব তিথি। শ্রীল পরমেশ্বরী দাস ঠাকুরের তিরোভাব তিথি।

১২ মে ২৯ বৈশাখ ৫ ত্রিবিক্রম মঙ্গলবার পঞ্চমী ঃ শ্রীল রামানন্দ রায়ের তিরোভাব তিথি।

১৪ মে ৩১ বৈশাখ ৭ ত্রিবিক্রম বৃহস্পতিবার সপ্তমী ঃ তুলসী-শালগ্রামে জলধারা দান সমাপ্ত। বৃষভ সংক্রান্তি।

১৮ মে ৪ জ্যৈষ্ঠ ১১ ত্রিবিক্রম সোমবার একাদশী ঃ অপরা একাদশীর উপবাস।

১৯ মে ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২ ত্রিবিক্রম মঙ্গলবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৪-৫৩ থেকে সকাল ৯-১৯ মধ্যে। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি।

২২ মে ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৫ ত্রিবিক্রম শুক্রবার অমাবস্যা ।

২৮ মে ১৪ জ্যৈষ্ঠ ২১ ত্রিবিক্রম বৃহস্পতিবার ষষ্ঠী ঃ জামাই ষষ্ঠী।

১ জুন ১৮ জ্যৈষ্ঠ ২৫ ত্রিবিক্রম সোমবার দশমী ঃ শ্রী গঙ্গাপূজা। শ্রীমতী গঙ্গামাতা গোস্বামিনীর আবির্ভাব তিথি। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের তিরোভাব তিথি।

৪ জুন ২১ জ্যৈষ্ঠ ২৮ ত্রিবিক্রম বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশী ঃ পানিহাটি চিড়াদধি মহোৎসব।

৫ জুন ২২ জ্যৈষ্ঠ ২৯ ত্রিবিক্রম শুক্রবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। শ্রীল মুকুন্দ দত্তের তিরোভাব তিথি। শ্রীল শ্রীধর পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি।

৬ জুন ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১ বামন শনিবার প্রতিপদ ঃ শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাব তিথি।

১০ জুন ২৭ জ্যৈষ্ঠ ৫ বামন বুধবার পঞ্চমী ঃ শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব তিথি।

১৪ জুন ৩১ জ্যৈষ্ঠ ৯ বামন রবিবার নবমী ঃ মিথুন সংক্রান্তি।

১৫ জুন ১ আষাঢ় ১০ বামন সোমবার দশমী ঃ শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি।

১৭ জুন ৩ আষাঢ় ১২ বামন বুধবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ যোগিনী একাদশীর উপবাস।

১৮ জুন ৪ আষাঢ় ১৩ বামন বৃহস্পতিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৪-৫০ থেকে সকাল ৯-২১ মধ্যে।

২১ জুন ৭ আষাঢ় ১৬ বামন রবিবার অমাবস্যা ঃ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

২২ জুন ৮ আষাঢ় ১৭ বামন সোমবার প্রতিপদ ঃ শ্রী গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন।

২৩ জুন ৯ আষাঢ় ১৮ বামন মঙ্গলবার দ্বিতীয়া ঃ শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব। শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর তিরোভাব তিথি। শ্রীল শিবানন্দ সেনের তিরোভাব তিথি।

২৭ জুন ১৩ আষাঢ় ২২ বামন শনিবার ষষ্ঠী ঃ হেরা পঞ্চমী। শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি।

১ জুলাই ১৭ আষাঢ় ২৬ বামন বুধবার শুক্লা একাদশী ঃ শয়ন একাদশীর উপবাস। শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা (উল্টোরথ)।

২ জুলাই ১৮ আষাঢ় ২৭ বামন বৃহস্পতিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৪-৫৪ থেকে ৯-২৫ মধ্যে।

৫ জুলাই ২১ আষাঢ় ৩০ বামন রবিবার পূর্ণিমা ঃ গুরু (ব্যাস) পূর্ণিমা। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর তিরোভাব তিথি। চাতুর্মাস্য ব্রত আরম্ভ। একমাস শাক আহার নিষিদ্ধ।

১০ জুলাই ২৬ আষাঢ় ৫ শ্রীধর শুক্রবার পঞ্চমী ঃ শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব তিথি।

১৩ জুলাই ২৯ আষাঢ় ৮ শ্রীধর সোমবার অষ্টমী ঃ শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব তিথি।

১৪ জুলাই ৩০ আষাঢ় ৯ শ্রীধর মঙ্গলবার নবমী ঃ নিউ ইয়র্কে ইসকনের প্রতিষ্ঠা দিবস।

১৬ জুলাই ৩২ আষাঢ় ১১ শ্রীধর বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ কামিকা একাদশীর উপবাস। কর্কট সংক্রান্তি।

১৭ জুলাই ১ শ্রাবণ ১২ শ্রীধর শুক্রবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-৫৯ থেকে সকাল ৯-২৮ মধ্যে।

২০ জুলাই ৪ শ্রাবণ ১৫ শ্রীধর সোমবার অমাবস্যা।

২৪ জুলাই ৮ শ্রাবণ ১৯ শ্রীধর শুক্রবার চতুর্থী ঃ শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। শ্রীল বংশীদাস বাবাজীর তিরোভাব তিথি।

৩০ জুলাই ১৪ শ্রাবণ ২৫ শ্রীধর বৃহস্পতিবার শুক্লা একাদশী ঃ পবিত্রোরোপনী একাদশীর উপবাস। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা আরম্ভ।

৩১ জুলাই ১৫ শ্রাবণ ২৬ শ্রীধর শুক্রবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-৩৫ থেকে সকাল ৯-৩০ মধ্যে। শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি। শ্রীল রূপ গোস্বামীর তিরোভাব তিথি।

৩ আগস্ট ১৮ শ্রাবণ ২৯ শ্রীধর সোমবার পূর্ণিমা ঃ ঝুলনযাত্রা সমাপ্ত। শ্রীল বলরামের আবির্ভাব মহোৎসব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস। চাতুর্মাস্যের দ্বিতীয় মাস আরম্ভ। একমাস দই আহার নিষিদ্ধ।

৪ আগস্ট ১৯ শ্রাবণ ১ হৃষীকেশ মঙ্গলবার প্রতিপদ ঃ শ্রীল প্রভুপাদের আমেরিকা যাত্রা।

১২ আগস্ট ২৭ শ্রাবণ ৯ হৃষীকেশ বুধবার অষ্টমী ঃ শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মহোৎসব। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত উপবাস।

১৩ আগস্ট ২৮ শ্রাবণ ১০ হৃষীকেশ বৃহস্পতিবার নবমী ঃ শ্রীনন্দোৎসব। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব মহোৎসব।

১৫ আগস্ট ৩০ শ্রাবণ ১২ হৃষীকেশ শনিবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ অন্নদা একাদশীর উপবাস।

১৬ আগস্ট ৩১ শ্রাবণ ১৩ হৃষীকেশ রবিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-১২ থেকে সকাল ৯-৩১ মধ্যে। সিংহ সংক্রান্তি।

১৯ আগস্ট ৩ ভাদ্র ১৬ হৃষীকেশ বুধবার অমাবস্যা।

২৩ আগস্ট ৭ ভাদ্র ২০ হৃষীকেশ রবিবার পঞ্চমী ঃ শ্রীঅদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতা ঠাকুরানীর আবির্ভাব তিথি।

২৪ আগস্ট ৮ ভাদ্র ২১ হৃষীকেশ সোমবার ষষ্ঠী ঃ শ্রীললিতা ষষ্ঠী।

২৬ আগস্ট ১০ ভাদ্র ২৩ হৃষীকেশ বুধবার অষ্টমী ঃ শ্রীরাধাষ্টমী ব্রত মহোৎসব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

২৯ আগস্ট ১৩ ভাদ্র ২৬ হৃষীকেশ শনিবার শুক্লা একাদশী ঃ পার্শ্ব একাদশীর উপবাস। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

৩০ আগস্ট ১৪ ভাদ্র ২৭ হৃষীকেশ রবিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-১৭ থেকে সকাল ৮-২৩ মধ্যে। শ্রীবামন দ্বাদশী। শ্রীল জীব গোস্বামীর আবির্ভাব তিথি।

৩১ আগস্ট ১৫ ভাদ্র ২৮ হৃষীকেশ সোমবার ত্রয়োদশী ঃ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

১ সেপ্টেম্বর ১৬ ভাদ্র ২৯ হৃষীকেশ মঙ্গলবার চতুর্দশী ঃ শ্রীঅনন্ত চতুর্দশী ব্রত। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্বাণ।

২ সেপ্টেম্বর ১৭ ভাদ্র ৩০ হৃষীকেশ বুধবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব। শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাস দিবস। চাতুর্মাস্যের তৃতীয় মাস আরম্ভ। একমাস দুধ আহার নিষিদ্ধ।

৯ সেপ্টেম্বর ২৪ ভাদ্র ৭ পদ্মনাভ বুধবার সপ্তমী ঃ শ্রীল প্রভুপাদের আমেরিকায় পদার্পণ।

১৪ সেপ্টেম্বর ২৯ ভাদ্র ১২ পদ্মনাভ সোমবার কৃষ্ণা একাদশীঃ ইন্দিরা একাদশীর উপবাস।

১৫ সেপ্টেম্বর ৩০ ভাদ্র ১৩ পদ্মনাভ মঙ্গলবার ত্রয়োদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-২২ থেকে সকাল ৯-২৮ মধ্যে।

১৬ সেপ্টেম্বর ৩১ ভাদ্র ১৪ পদ্মনাভ বুধবার চতুর্দশী ঃ কন্যা সংক্রান্তি। শ্রী বিশ্বকর্মা পূজা।

১৭ সেপ্টেম্বর ১ আশ্বিন ১৫ পদ্মনাভ বৃহস্পতিবার অমাবস্যাঃ মহালয়া। শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের আবির্ভাব তিথি।

১৮ সেপ্টেম্বর ২ আশ্বিন ১ পুরুষোত্তম শুক্রবার প্রতিপদ ঃ আজ থেকে পুরুষোত্তম অধিকমাস আরম্ভ।

২৭ সেপ্টেম্বর ১১ আশ্বিন ১০ পুরুষোত্তম রবিবার শুক্লা একাদশী ঃ পদ্মিনী একাদশীর উপবাস।

২৮ সেপ্টেম্বর ১২ আশ্বিন ১১ পুরুষোত্তম সোমবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-২৭ থেকে সকাল ৯-২৬ মধ্যে।

১ অক্টোবর ১৫ আশ্বিন ১৪ পুরুষোত্তম বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা।

১৩ অক্টোবর ২৭ আশ্বিন ২৬ পুরুষোত্তম মঙ্গলবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ পরমা একাদশীর উপবাস।

১৪ অক্টোবর ২৮ আশ্বিন ২৭ পুরুষোত্তম বুধবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-৩৩ থেকে সকাল ৯-২৫ মধ্যে।

১৬ অক্টোবর ৩০ আশ্বিন ২৯ পুরুষোত্তম শুক্রবার অমাবস্যা। পুরুষোত্তম অধিক মাস সমাপ্ত।

১৭ অক্টোবর ৩১ আশ্বিন ১৬ পদ্মনাভ শনিবার প্রতিপদ ঃ তুলা সংক্রান্তি।

২৩ অক্টোবর ৬ কার্তিক ২২ পদ্মনাভ শুক্রবার সপ্তমী ঃ শ্রীদুর্গা পূজা।

২৬ অক্টোবর ৯ কার্তিক ২৫ পদ্মনাভ সোমবার দশমী ঃ বিজয়া দশমী। শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব। শ্রীল মধ্বাচার্যের আবির্ভাব তিথি।

২৭ অক্টোবর ১০ কার্তিক ২৬ পদ্মনাভ মঙ্গলবার শুক্লা একাদশী ঃ পাশাঙ্কুশা একাদশীর উপবাস।

২৮ অক্টোবর ১১ কার্তিক ২৭ পদ্মনাভ বুধবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-৩৯ থেকে সকাল ৯-২৬ মধ্যে। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর তিরোভাব তিথি। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব তিথি। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব তিথি।

৩১ অক্টোবর ১৪ কার্তিক ৩০ পদ্মনাভ শনিবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়া রাসযাত্রা। শ্রীলক্ষ্মী পূজা। শ্রীল মুরারীগুপ্ত ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। চাতুর্মাস্যের চতুর্থ মাস আরম্ভ। একমাস মাষকলাই ডাল আহার নিষিদ্ধ। শ্রীদামোদরকে প্রদীপ দান আরম্ভ।

৫ নভেম্বর ১৯ কার্তিক ৫ দামোদর বৃহস্পতিবার পঞ্চমী ঃ শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের তিরোভাব।

৯ নভেম্বর ২৩ কার্তিক ৯ দামোদর সোমবার অষ্টমী ঃ শ্রীরাধাকুণ্ডের আবির্ভাব তিথি। বহুলাষ্টমী।

১০ নভেম্বর ২৪ কার্তিক ১০ দামোদর মঙ্গলবার দশমী ঃ শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব তিথি।

১১ নভেম্বর ২৫ কার্তিক ১১ দামোদর বুধবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ রমা একাদশীর উপবাস।

১২ নভেম্বর ২৬ কার্তিক ১২ দামোদর বৃহস্পতিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-৫৫ থেকে সকাল ৯-২৯ মধ্যে।

১৫ নভেম্বর ২৯ কার্তিক ১৫ দামোদর রবিবার অমাবস্যা ঃ দীপাবলী। কালীপূজা।

১৬ নভেম্বর ৩০ কার্তিক ১৬ দামোদর সোমবার প্রতিপদ ঃ শ্রী গোবর্ধন পূজা। গো পূজা। বলী দৈত্যরাজ পূজা। শ্রীল রসিকানন্দ ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি। বৃশ্চিক সংক্রান্তি। কার্তিক পূজা। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

১৭ নভেম্বর ১ অগ্রহায়ণ ১৭ দামোদর মঙ্গলবার তৃতীয়া ঃ শ্রীল বাসুদেব ঘোষের তিরোভাব তিথি।

১৮ নভেম্বর ২ অগ্রহায়ণ ১৮ দামোদর বুধবার চতুর্থী ঃ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের তিরোভাব তিথি। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

২২ নভেম্বর ৬ অগ্রহায়ণ ২২ দামোদর রবিবার অষ্টমী ঃ গোপাষ্টমী। গোষ্ঠাষ্টমী। শ্রীল গদাধর দাস গোস্বামীর তিরোভাব তিথি। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্যের তিরোভাব তিথি। শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি।

২৩ নভেম্বর ৭ অগ্রহায়ণ ২৩ দামোদর সোমবার নবমী ঃ শ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা।

২৫ নভেম্বর ৯ অগ্রহায়ণ ২৫ দামোদর বুধবার একাদশী ঃ শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজীর তিরোভাব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

২৬ নভেম্বর ১০ অগ্রহায়ণ ২৬ দামোদর বৃহস্পতিবার দ্বাদশী ঃ উত্থান একাদশী ও ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশীর উপবাস। ভীষ্ম পঞ্চক ব্রত আরম্ভ।

২৭ নভেম্বর ১১ অগ্রহায়ণ ২৭ দামোদর শুক্রবার ত্রয়োদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-৫৮ থেকে সকাল ৭-৪৯ মধ্যে।

২৯ নভেম্বর ১৩ অগ্রহায়ণ ২৯ দামোদর রবিবার চতুর্দশী ঃ শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামীর তিরোভাব তিথি। শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি।

৩০ নভেম্বর ১৪ অগ্রহায়ণ ৩০ দামোদর সোমবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা। তুলসী-শালগ্রাম বিবাহ। শ্রীল নিম্বার্ক আচার্যের আবির্ভাব তিথি। চাতুর্মাস্য ব্রত সমাপ্ত। শ্রীদামোদরকে প্রদীপ দান সমাপ্ত। ভীষ্ম পঞ্চক ব্রত সমাপ্ত।

১ ডিসেম্বর ১৫ অগ্রহায়ণ ১ কেশব মঙ্গলবার প্রতিপদ ঃ শ্রীকাত্যায়নী ব্রত আরম্ভ।

১১ ডিসেম্বর ২৫ অগ্রহায়ণ ১১ কেশব শুক্রবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ উৎপন্না একাদশী। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব।

১২ ডিসেম্বর ২৬ অগ্রহায়ণ ১২ কেশব শনিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ সকাল ৬-০৮ থেকে ৭-০৪ মধ্যে। শ্রীল কালীয় কৃষ্ণ দাসের তিরোভাব।

১৩ ডিসেম্বর ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩ কেশব রবিবার চতুর্দশী ঃ শ্রীল সারঙ্গ ঠাকুরের তিরোভাব।

১৪ ডিসেম্বর ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪ কেশব সোমবার অমাবস্যা।

১৫ ডিসেম্বর ২৯ অগ্রহায়ণ ১৫ কেশব মঙ্গলবার প্রতিপদ ঃ ধনু সংক্রান্তি।

২০ ডিসেম্বর ৫ পৌষ ২০ কেশব রবিবার ষষ্ঠী ঃ ওড়ণ ষষ্ঠী। শ্রীল ভক্তিস্বরূপ দামোদর মহারাজের আবির্ভাব তিথি।

২৫ ডিসেম্বর ১০ পৌষ ২৫ কেশব শুক্রবার শুক্লা একাদশী ঃ মোক্ষদা একাদশীর উপবাস। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা জয়ন্তী।

২৬ ডিসেম্বর ১১ পৌষ ২৬ কেশব শনিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ সকাল ৮-৩২ থেকে ৯-৫০ মধ্যে।

৩০ ডিসেম্বর ১৫ পৌষ ৩০ কেশব বুধবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীকাত্যায়নী ব্রত সমাপ্ত।

৩ জানুয়ারী (২০২১) ১৯ পৌষ ৪ নারায়ণ রবিবার চতুর্থী ঃ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের তিরোভাব তিথি।

৯ জানুয়ারী ২৫ পৌষ ১০ নারায়ণ শনিবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ সফলা একাদশীর উপবাস। শ্রীল দেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি।

১০ জানুয়ারী ২৬ পৌষ ১১ নারায়ণ রবিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ সকাল ৬-২০ থেকে ৯-৫৬ মধ্যে।

১১ জানুয়ারী ২৭ পৌষ ১২ নারায়ণ সোমবার ত্রয়োদশী ঃ শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি। শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব তিথি।

১৩ জানুয়ারী ২৯ পৌষ ১৪ নারায়ণ বুধবার অমাবস্যা।

১৪ জানুয়ারী ৩০ পৌষ ১৫ নারায়ণ বৃহস্পতিবার প্রতিপদ ঃ শ্রীল লোচন দাস ঠাকুরের আবির্ভাব। গঙ্গা সাগর মেলা। মকর সংক্রান্তি।

১৬ জানুয়ারী ২ মাঘ ১৭ নারায়ণ শনিবার তৃতীয়া ঃ শ্রীল জীব গোস্বামীর তিরোভাব। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব।

২৪ জানুয়ারী ১০ মাঘ ২৫ নারায়ণ রবিবার শুক্লা একাদশী ঃ পুত্রদা একাদশীর উপবাস।

২৫ জানুয়ারী ১১ মাঘ ২৬ নারায়ণ সোমবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ সকাল ৬-১৯ থেকে ৯-৫৮ মধ্যে। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের আবির্ভাব।

২৮ জানুয়ারী ১৪ মাঘ ২৯ নারায়ণ বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যা অভিষেক।

২ ফেব্রুয়ারী ১৯ মাঘ ৫ মাধব মঙ্গলবার পঞ্চমী ঃ শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের তিরোভাব তিথি। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর আবির্ভাব তিথি।

৩ ফেব্রুয়ারী ২০ মাঘ ৬ মাধব বুধবার ষষ্ঠী ঃ শ্রীল জয়দেব গোস্বামীর তিরোভাব।

৪ ফেব্রুয়ারী ২১ মাঘ ৭ মাধব বৃহস্পতিবার সপ্তমী ঃ শ্রীল লোচন দাস ঠাকুরের তিরোভাব তিথি।

৮ ফেব্রুয়ারী ২৫ মাঘ ১১ মাধব সোমবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ ষট্‌তিলা একাদশীর উপবাস।

৯ ফেব্রুয়ারী ২৬ মাঘ ১২ মাধব মঙ্গলবার ত্রয়োদশী ঃ একাদশীর পারণ সকাল ৬-১২ থেকে ৯-৫৮ মধ্যে।

১১ ফেব্রুয়ারী ২৮ মাঘ ১৫ মাধব বৃহস্পতিবার অমাবস্যা।

১২ ফেব্রুয়ারী ২৯ মাঘ ১৬ মাধব শুক্রবার প্রতিপদ ঃ কুম্ভ সংক্রান্তি।

১৬ ফেব্রুয়ারী ৪ ফাল্গুন ১৯ মাধব মঙ্গলবার পঞ্চমী ঃ শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী। শ্রীসরস্বতী পূজা। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব তিথি। শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আবির্ভাব তিথি। শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাব তিথি। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের তিরোভাব তিথি।

১৯ ফেব্রুয়ারী ৭ ফাল্গুন ২২ মাধব শুক্রবার সপ্তমী ঃ শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের আবির্ভাব মহোৎসব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

২০ ফেব্রুয়ারী ৮ ফাল্গুন ২৩ মাধব শনিবার অষ্টমী ঃ ভীষ্মাষ্টমী।

২১ ফেব্রুয়ারী ৯ ফাল্গুন ২৪ মাধব রবিবার নবমী ঃ শ্রীল মধ্বাচার্যের তিরোভাব তিথি।

২২ ফেব্রুয়ারী ১০ ফাল্গুন ২৫ মাধব সোমবার দশমী ঃ শ্রীল রামানুজ আচার্যের তিরোভাব তিথি।

২৩ ফেব্রুয়ারী ১১ ফাল্গুন ২৬ মাধব মঙ্গলবার শুক্লা একাদশী ঃ ভৈমী একাদশীর উপবাস। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

২৪ ফেব্রুয়ারী ১২ ফাল্গুন ২৭ মাধব বুধবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ সকাল ৬-০২ থেকে ৯-৫৪ মধ্যে। শ্রীবরাহ দ্বাদশী।

২৫ ফেব্রুয়ারী ১৩ ফাল্গুন ২৮ মাধব বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশী ঃ শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী ব্রত মহোৎসব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

২৭ ফেব্রুয়ারী ১৫ ফাল্গুন ৩০ মাধব শনিবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীকৃষ্ণের মধুর উৎসব। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি।

৩ মার্চ ১৯ ফাল্গুন ৪ গোবিন্দ বুধবার পঞ্চমী ঃ শ্রীল পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি। দুপুর পর্যন্ত উপবাস। শ্রীল গৌরগোবিন্দ স্বামী মহারাজের তিরোভাব তিথি।

৯ মার্চ ২৫ ফাল্গুন ১০ গোবিন্দ মঙ্গলবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ বিজয়া একাদশীর উপবাস।

১০ মার্চ ২৬ ফাল্গুন ১১ গোবিন্দ বুধবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-৫০ থেকে সকাল ৯-৪৮ মধ্যে। শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদের তিরোভাব তিথি।

১২ মার্চ ২৮ ফাল্গুন ১৩ গোবিন্দ শুক্রবার চতুর্দশী ঃ শ্রীশিবরাত্রি।

১৩ মার্চ ২৯ ফাল্গুন ১৪ গোবিন্দ শনিবার অমাবস্যা।

১৪ মার্চ ৩০ ফাল্গুন ১৫ গোবিন্দ রবিবার প্রতিপদ ঃ শ্রীল রসিকানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজীর তিরোভাব তিথি। শ্রীল তমালকৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব তিথি। মীন সংক্রান্তি।

১৭ মার্চ ৩ চৈত্র ১৮ গোবিন্দ বুধবার চতুর্থী ঃ শ্রীল পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি।

২৫ মার্চ ১১ চৈত্র ২৬ গোবিন্দ বৃহস্পতিবার শুক্লা একাদশী ঃ আমলকী ব্রত একাদশীর উপবাস।

২৬ মার্চ ১২ চৈত্র ২৭ গোবিন্দ শুক্রবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-৩৪ থেকে সকাল ৮-২৩ মধ্যে। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের তিরোভাব তিথি। শান্তিপুর উৎসব।

২৮ মার্চ ১৪ চৈত্র ২৯ গোবিন্দ রবিবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি মহামহোৎসব। চন্দ্র উদয় পর্যন্ত উপবাস।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার প্রাথমিক আলোচনা

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষোত্তম যোগ ঃ চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, ভগবৎ সেবার মাধ্যমে গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া যায় কিন্তু ভক্তি লাভের জন্য জড় জগতের প্রতি নিরাসক্ত হওয়া দরকার।

তাই আমরা দেখতে পাই, পঞ্চদশ অধ্যায় আরম্ভ করেছেন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান একটা উদাহরণের মাধ্যমে। এই জড়জগৎটাকে একটা অশত্থ বৃক্ষের সাথে তুলনা করে এর প্রতি নিরাসক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন। তারপর তিনি ৬নং শ্লোক থেকে পুরুষোত্তম যোগ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

এই অধ্যায়ের বিভাজন —

১নং-৫নং জড় জগতের প্রতি নিরাসক্ত হওয়া।
৬নং-১১নং জন্মান্তর।
১২নং-১৫নং—পালন কর্তারূপে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান।
১৬নং-১৮নং ত্রিশ্লোকী গীতা (বেদ বেদান্তের সার)।
১৯ নং-শ্রীকৃষ্ণকে জানার অর্থ সব কিছু জানা।

১নং শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে ঊর্ধ্বমূল ও অধঃ শাখাবিশিষ্ট উল্টানো বৃক্ষের মতো এই জড় জগৎ। এটি ঠিক নদীর জলে প্রতিফলিত কোন একটি বৃক্ষের মতো। প্রতিবিম্ব আসল গাছটির অবিকল প্রতিরূপ—এর মানে এই জড় জগৎ চিৎ জগতের ঠিক বিপরীত। যিনি এটা জানেন, তিনিই বেদজ্ঞ। এর মানে জড় জগতের প্রতি আসক্তির বন্ধন কিভাবে ছিন্ন করতে হয় তা জানা। যারা বেদের কর্মকাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট তারা অশ্বত্থ বৃক্ষের সুন্দর সবুজ পাতার প্রতি আকৃষ্ট এবং বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না।

একটা উদাহরণের মাধ্যমে বোঝাবার চেষ্টা করব মাত্র। এক শক্তিশালী ধার্মিক রাজার একমাত্র ছেলের সঙ্গে অন্য একজন ধার্মিক রাজার কন্যার সাথে বিয়ে হয়েছে। বিয়ের রাত্রিতে রাজপুত্র নিজ স্ত্রীকে একটি মূল্যবান রত্নের গলার হার দিয়েছে। গলার হারটি পেয়ে খুব আনন্দিত হয়ে রাজকন্যা স্বামীর হাত ধরে বলল, অমি হারটি কখনও খুলব না, তোমার

স্মৃতি স্বরূপ আমি সারাজীবন হারটি গলায় রেখে দেবো। রাজপুত্র কথাটি শ্রবণ করে খুব খুশী হলেন। কয়েক মাস পরে সখীদের নিয়ে নদীতে স্নান করতে গিয়ে হারটি নদীর পাড়ে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে সখীদের সঙ্গে সাবান মাখছে, ইতিমধ্যে একটি কাক হারটি মুখে করে নিয়ে উড়ে চলে গেল। এই দৃশ্যটি দেখে সকলেই হায়! হায়! বলে চিৎকার করতে লাগলো। কিন্তু কোন উপায় না পেয়ে রাজরাণী বাড়ীতে ফিরে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল—ঐ সময় শ্বাশুড়ী মা এসে বললেন, 'বৌমা! তোমাকে আমি আমার আরো মূল্যবান রত্নের গলার হারটি দেবো—কান্না করো না!' কিন্তু বৌমা বললেন, 'মা! বিয়ের রাত্রিতে আপনার ছেলের দেওয়া ঐ হারটিই চাই।' রাজা রাজ্যের মধ্যে ঘোষণা করলেন, যে হারটি এনে দিতে পারবে তাকে ঐ হারের সমতুল্য স্বর্ণ দেওয়া হবে এবং এক লক্ষ টাকা উপহার দেওয়া হবে। রাজ্যের লোকেরা চিন্তা করলেন কাক হারটি নিয়ে কোথায় ফেলেছে—কে জানে —তাই সময় নষ্ট না করাই ভাল। কিছুলোক তবু সন্ধান করতে শুরু করলো। এই সময় একজন যুবক ছেলে চিন্তা করলো যদি ভগবানের ইচ্ছায় খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যাই তাহলে তো ভাগ্য খুলে গেল। বহুদিন খোঁজ করতে করতে এক সময় খুব ক্লান্ত হয়ে নদীর জল পান করে ঐ যুবকটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে বিশ্রাম করছে। আর ঐ সময় চিন্তা করছে আমি জীবনে প্রকৃত সুখ শান্তি পেলাম না—তাই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করাই শ্রেয়! যেই নদীর জলের দিকে তাকিয়েছে নদীর জলে হারটি চক্‌চক্ করছে দেখতে পেল—আর সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু পেল না—আবার পরে দেখে আবার ঝাঁপ মেরে খুঁজতে লাগলো কিন্তু পেল না— তখন দুঃখে অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে এসে কান্না করতে লাগলো আর ঐ সময় এক সাধু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য ঐ বৃক্ষের নীচে এলেন এবং সব কথা শ্রবণ করে গীতার ১৫ অধ্যায়ের ১নং শ্লোকটি উচ্চারণ করে বলতে লাগলেন এই জড় জগতে প্রকৃত সুখ ও শান্তি নেই—যদি তুমি প্রকৃত সুখ শান্তি পেতে চাও তা হলে হে কৃষ্ণ করুণারসিন্ধো বলে নীচের দিকে না তাকিয়ে উপরের দিকে তাকাও তাহলেই পাবে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি উপরের দিকে তাকালো আর হারটি গাছের ডালে ঝুলছে দেখতে পেল। তাই ভগবান অশ্বত্থ বৃক্ষের উল্টানো উদাহরণের মাধ্যমে বোঝাতে চাইছেন এই জড় জগৎটি আমার চিন্ময় জগতের প্রতিবিম্ব মাত্র— এখানে প্রকৃত সুখ ও শান্তি নেই, প্রকৃত সুখ ও শান্তি পেতে গেলে উপরের দিকে আমার নিত্য ধামে ফিরে যেতে হবে। এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন—জড় জগতের বন্ধনকে কেন অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে ভগবান তুলনা করলেন। এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর 'শ্ব' এর অর্থ হলো আগামীকাল তাই 'অশ্ব' মানে যা আগামীকাল নয়। 'স্থ' অর্থ অবস্থান কিন্তু ব্যাকরণগত

রূপান্তরের মাধ্যমে তা এখানে 'খ' হয়েছে। এইভাবে 'অশ্বত্থ' কথাটির অর্থ যার অস্তিত্ব আগামীকাল থাকবে না।" যদি আপনি ভক্ত হন তাহলে এক দিন না একদিন ভগবানের ধামে ফিরে যাবেন। আর যদি আপনি অভক্ত হন তাহলে আপনার আসক্তি বস্তু সমূহ সারা জীবন আপনার সঙ্গে থাকবে না।

২নং শ্লোক গুণের প্রভাব অনুযায়ী জীব কখনও অধঃগামী হচ্ছে মানে পশুযোনী প্রাপ্ত হচ্ছে আবার কখনও ঊর্ধ্বগতি ভাবে দেবতা শরীর পাচ্ছে—বৃক্ষ যেমন জলের দ্বারা পুষ্ট হয় তেমনি জীব গুণের মাত্রানুযায়ী দেহ লাভ করছে। কখনও অধঃগতি লাভ করছে মূল উপর দিকে মানে ব্রহ্মা আছেন।

৩নং ও ৪নং শ্লোকে ভগবান বলতে চাইছেন এই বৃক্ষটি যেহেতু উল্টো তাই এর আদি, অন্ত এবং স্থিতিও বোঝা যায় না। এর মূল সুদৃঢ়ভাবে আছে তাই একে টেনে তোলা অত্যন্ত কঠিন। তাই নিরাসক্তি ও বৈরাগ্যের দ্বারা নির্মিত এবং গুণ বিচক্ষণতার দ্বারা ধার দেওয়া কুড়াল দিয়ে একে অবশ্যই ছেদন করতে হবে। পূর্ণ নিরাসক্তির দ্বারা একে কেটে ফেলতে হবে নতুবা আমাদের মন আবার ইন্দ্রিয় অর্জনে দিকে ধাবিত হবে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী (চৈঃ চঃ মধ্য ২০/১১৭-১২০) উল্লেখ করেছেন—

'কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি বর্হিমুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ।।
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়।।
সাধু-শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়।।

৫নং—শরণাগতির পন্থা এখানে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সদ্‌গুরুদেবের মাধ্যমে অহংকার থেকে মুক্ত হয়ে, মোহ থেকে মুক্ত হয়ে, অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করে এবং দ্বন্দ্বভাব রহিত হয়ে কেউ যখন পূর্ণ রূপে দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হন, কেবল তখনই পরমেশ্বর ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়।

৬নং—চিন্ময় ধামের বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭নং শ্লোকে জীবের পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে।

জীব যদিও ভগবানের বিভিন্নাংশের প্রকাশ তাই জীবের মধ্যে অতিক্ষুদ্র পরিমাণে ভগবানের গুণ ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্যতার জন্য জীব মনে করলে ভগবৎসেবায় যুক্ত হতে পারে, ফলস্বরূপ মুক্ত হতে পারে। আর যুক্ত না হলে ফলস্বরূপ প্রকৃতির কঠোর নিয়মে সংগ্রামে রত থেকে আবদ্ধ হয়ে পড়তে হবে।

৮নং—ভগবান এখানে একটা উপমার মাধ্যমে বোঝাতে চাইছেন বায়ু যেভাবে সুগন্ধ বহন করে তেমনি জীব জড় মনের মাধ্যমে মৃত্যুর সময় তার চেতনাকে যেভাবে নিয়ে যাবে সেই ভাবে দেহ লাভ করবে।

৯নং—জীবের মূল চেতনা জলের মতো নির্মল। জলে যেমন রং মেশাবে তেমন রং হবে, ঠিক তেমনি আত্মা পবিত্র ও নির্মল, জড়া প্রকৃতির গুণের সংস্পর্শে আসার ফলে চেতনা পরিবর্তিত হয়।

১০নং—'জ্ঞানচক্ষুষঃ' কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকৃত জ্ঞান না থাকলে কেউই বুঝতে পারে না কিভাবে জীব এক দেহ থেকে অন্য দেহে ভ্রমণ করছে তাই এই জ্ঞান লাভ করার উপায় সদ্‌গুরুর কাছ থেকে গীতা ও ভাগবতের কথা শ্রবণ করা এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করে অপ্রাকৃত জগতে প্রত্যাবর্তন করা।

১১নং— সুতরাং জ্ঞানই অজ্ঞানতার নিরাময়ের কারণ। কিন্তু কারা অধিকারী আর কারা অধিকারী নয় তা তত্ত্বদর্শনে প্রশিক্ষিত যোগীরা স্পষ্টভাবে সব কিছু দর্শন করেন। কারণ তাঁদের মন যোগানুশীলনের দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু যারা আত্মজ্ঞানের স্তরে উন্নত হয় তারা চেষ্টা করলেও এসব

কিভাবে ঘটছে তা দর্শন করতে পারে না। তাই ভক্তরাই একমাত্র প্রকৃত যোগী, তাঁরা আত্মা, জগৎ এবং পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে সক্ষম।

১২নং—সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ ও আগুনের জ্যোতি পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকেই আসে।

১৩নং—ভগবান এই শ্লোকে বলতে চাইছেন, আমার শক্তির দ্বারাই সমস্ত গ্রহ সকল মহাশূন্যে ভাসছে এমনকি সূর্য আলোক দান করছে এবং চন্দ্র সমস্ত বনস্পতির পুষ্টি সাধন করছে তাও আমারই শক্তি।

১৪নং—এমনকি জঠরাগ্নি রূপে প্রাণীগণের দেহ আশ্রয় করে প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগে চার প্রকার খাদ্য পরিপাক করি।

১৫নং—পরমেশ্বর ভগবান এতই কৃপাময় যে, বদ্ধজীবদের উদ্ধার করার জন্য সূর্য ও চন্দ্রের মাধ্যমে খাদ্য তৈরী করেন। জীব তা খাদ্যরূপে গ্রহণ করে তা তিনি পাচনকারী রূপে সাহায্য করেন।

প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করে কর্মের সাক্ষী প্রদান করেন, বেদ রূপে জ্ঞান প্রদান করেন—ব্যাসদেব রূপে তা লিপিবদ্ধ করেন। জীবের মঙ্গলের জন্য স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি দান করেন। বিভিন্ন কর্মফলও তিনি দান করেন। এই সব ক্রিয়ার মাধ্যমে ভগবান বোঝাতে চাইছেন, আমরা যেন তাঁর এই কার্যকলাপের ভূমিকা মূল্যায়ন করে তাঁকে চিনতে পারি এবং অবশেষে যেন তাঁর প্রতি শরণাগত হতে পারি।

১৬নং— জীব হচ্ছে ভগবানের সনাতন বিভিন্নাংশ, তারা যখন জড় জগতের সংস্পর্শে আসে তখন তাদের বলা হয় ক্ষরঃ, আর ভগবানের সঙ্গে একাত্মভাবে যুক্ত তাঁদের বলা হয় অক্ষর।

১৭নং—এখানে পরমাত্মা সম্বন্ধে বলা হয়েছে—বদ্ধ ও মুক্ত অনন্ত কোটি জীবের ঊর্ধ্বে রয়েছেন পরম পুরুষ যিনি হচ্ছেন পরমাত্মা। তিনি ত্রিভুবনে প্রবেশ করে সকলকে পালন করেন।

১৮নং— শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা—'আমিই পুরুষোত্তম' সমস্ত ক্ষর ও অক্ষর উভয় জীব অপেক্ষা উত্তম। তাই 'আমিই পুরুষোত্তম"।

১৯নং—ভগবান ঘোষণা করছেন, যদি কেউ জানেন যে, আমিই পুরুষোত্তম, আমিই সব কিছু করছি, সমস্ত জীবকে লালন, পালন ও পোষণ—এই তত্ত্বটা ভালভাবে জেনে আমার ভজনা করেন, তিনিই সর্বজ্ঞ।

২০নং—ভগবান সবচেয়ে গোপনীয় শাস্ত্র প্রকাশ করলেন যদি কেউ শুধুমাত্র স্বীকার করেন যে, আমিই সমস্ত জীবকে রক্ষা করি, পালন করি এবং ভরণ পোষণ করি তাহলেই তাঁর জীবন সার্থক হয়ে উঠবে এবং তিনিই হবেন প্রকৃত বুদ্ধিমান।

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী ইসকন মায়াপুরে ১৯৯২ সালে যোগদান করেন। শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের চরণ কমলে আশ্রিত হয়ে প্রথম থেকেই তিনি গ্রন্থ প্রচারে যুক্ত আছেন। ২০১৭ সালে শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারীর গ্রন্থ প্রচারের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন করেন।

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃত'র কার্যাবলী

তরুণদেরকে কৃষ্ণভাবনামৃতে উৎসাহিত করতে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণ

ইসকন নিউজ ঃ বিগত পঁচিশ বৎসর যাবৎ ইসকন ইয়ুথ মিনিস্ট্রির মনোরমা দাস এবং তার স্ত্রী জয়শ্রী রাধে দাসী তরুণদের নিয়ে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকো ভ্রমণ করেন যেখানে তারা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করেন এবং এই প্রক্রিয়াটিতে উৎসাহিত করেন।

এই বছর ১৮ থেকে ২৯ বছরের ২০ জন তরুণ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপ থেকে এবং অন্য স্থানীয় তরুণরা ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ১৪ই ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে ৫ই জানুয়ারী ২০২০ পর্যন্ত এক আধ্যাত্মিক অভিযান করবে।

এই ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যের সঙ্গে কৃষ্ণভাবনামৃত বিনিময় করা। তরুণেরা অনেক হরিনাম করবে, বিভিন্ন নগর যথা সানজুয়ান, পুয়ার্তোরিকোর রাজধানী এবং ডোমিনিকান রিপাব্লিকের রাজধানী স্যান্টো ডোমিনগোতে গ্রন্থ বিতরণ করবে।

এই ভ্রমণের এক বিরাট লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে চারটি রথযাত্রা। তিনটি হবে ডোমিনিকান রিপাব্লিকে, একটি ১৫ই ডিসেম্বর পুয়ার্তোরিকোতে, ১৮ই সানটিয়াগোর নর্থ মাউন্টেন নগরে একটি, ২১শে রাজধানী শহর সান্টো ডোমিনগোতে একটি। শেষটি হবে পুয়ার্তোরিকোর রাজধানী সানজুয়ানে ২৯শে ডিসেম্বর।

ফল প্রায়শই সুস্পষ্ট। ইসকন মিনিস্ট্রির গত ভ্রমণে রাধা দশ থেকে তিনজন অংশগ্রহণকারী ভক্তিশাস্ত্রী পাঠক্রমে নাম নথিভূক্ত করেন যাতে করে তারা শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ আরও গভীর ভাবে অধ্যয়ন করতে পারেন। অন্যরা অধিক জপ শুরু করেন। কেউ কেউ ভক্ত হিসাবে তাদের পরিচিতি সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাসী হন।

ফ্লোরিডার রাজ্যপাল শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ণ সেট গ্রহণ করলেন

নন্দিনী কিশোরী দাসী ঃ হোটেল গীতা প্রকল্পের নির্দেশিকা তাল্লাশিতে রাজ্যপালের রাজভবনে ৬ই নভেম্বর প্রথম সরকারী দীপাবলী অনুষ্ঠানে ফ্লোরিডার রাজ্যপাল রনডে স্যানটিসকে একটি পূর্ণ সেট শ্রীমদ্ভাগবতম উপহার দিলেন।

মাননীয় রাজ্যপাল স্বয়ং পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজন সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবতম বাক্সটি বহন করতে সহায়তা করেন যেটি তাঁর বাসভবনে রক্ষিত হবে। ফ্লোরিডার মাননীয় রাজ্যপালের স্ত্রী ক্যাসে ডি স্যান্টিস ইসকন আলাচুয়া মন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাসপূজায় একটি মালা উপহার যা শ্রীল প্রভুপাদকে নিবেদন করেন তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রাজ্যপালকে শ্রীমদ্ভাগবতম উপহার দেওয়ার মাধ্যমে ভক্তরা শ্রীল প্রভুপাদের সরাসরি নির্দেশ পালন করল। তিনি ১৯৭৭ সালে ২৪শে জানুয়ারী এক পত্র লিখেছিলেন, 'আমি চাই যে প্রত্যেকটি সম্মানীয় ব্যক্তি তাঁর গৃহে একটি পূর্ণ ভাগবতম সেট এবং চৈতন্য চরিতামৃত রাখবে।'

নন্দিনী কিশোরী বলেন, 'শ্রীল প্রভুপাদকে সন্তুষ্ট করাই এক ভক্তের জীবন এবং আত্মা।' প্রভুপাদ বলেছেন, 'অধিক গ্রন্থ বিতরণের জন্য উপায় নির্ধারণ কর।' এই বছর আলাচুয়ার ভক্তরা অনেক উদ্ভাবনী পন্থার সাহায্যে শ্রীমদ্ভাগবতম সেট বিতরণ করছে। বন্ধু এবং আত্মীয় স্বজন, হিন্দু মন্দির ইত্যাদিতে যাতে করে ভবিষ্যত প্রজন্মের পর্যটকরা অতি সহজেই বৈদিক জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারে।"

নন্দিনী কিশোরী বলেন, 'শ্রীল প্রভুপাদ একজন বিশিষ্ট গ্রন্থকার, পণ্ডিত এবং মানব হিতৈষী।' শুধুমাত্র তাঁর গ্রন্থ এই যুগে প্রকৃত শান্তি, সৌহার্দ্য এবং ভগবতপ্রেম বিতরণ করতে পারে। শ্রীল প্রভুপাদ সমস্ত কর্মই সম্পাদন করেছেন এবং তাঁর গ্রন্থের মাধ্যমে তাঁর করুণা বিতরণের আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস তাও তিনি পরিপূর্ণ রূপে সফল করে দিচ্ছেন!'

জিবিসি মহাবিদ্যালয় ভবিষ্যত ক্ষেত্রীয় পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণ দিল

ইসকন নিউজ ঃ সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা থেকে পঁচিশজন ভক্ত জিবিসি কলেজ ফর লিডারশিপ ডেভলপমেন্ট পরিচালিত ক্ষেত্রীয় পরিদর্শক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী শুরু করলো কিভাবে ইসকনে উত্তম নেতা হওয়া যায়।

যোগ্যতা সম্পন্ন বৈষ্ণব শিক্ষকগণের মধ্যে তিনজন শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী, গোপাল ভট্ট দাস এবং মালতি দেবী দাসী কর্মসূচীটিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এছাড়াও অন্যান্য পাঁচজন পি এইচ ডি কৌন্তেয় দাস, প্রহ্লাদ দাস, বালগোবিন্দ দাস, রাধিকারমণ দাস এবং রূপানগ দাস; দুইজন বিখ্যাত বিশেষত ব্রজবিহারী দাস এবং রাধেশ্যাম দাস, একজন অতিথি বক্তা রাধাগোবিন্দ দেবী দাসী রয়েছেন।

ইতিমধ্যে গোপাল ভট্ট দাস, জিবিসির অর্গানাইজেশনাল ডেভলপম্যান্ট কমিটির সহ-অধিকারী আলোচনা করেছেন যে, ইসকন কিভাবে এর বিপণন করতে পারবে, কিভাবে বর্তমান ৮০০ কেন্দ্র থেকে সমগ্র বিশ্বে বিস্তার করা যাবে যাতে করে প্রতিটি গ্রাম এবং শহরে কেন্দ্র বর্তমান থাকে।

জিবিসি কৌশলগত প্লানিং দলের সদস্য কৌন্তেয় দাস, ছাত্রদের সঙ্গে কৌশলগত পরিকল্পনার গভীর আলোচনা করেন। এই পদ্ধতির সাহায্যে জিবিসি ইসকনের সার্মথ্য, সীমাবদ্ধতা এবং বৃদ্ধি করার সুযোগ, বর্তমান শ্রোতা যারা সেবা প্রদান করছে, সম্ভাব্য শ্রোতৃমণ্ডলী যারা সেবা প্রদান করবে এবং সেই সমস্ত সম্ভাব্য শ্রোতৃমণ্ডলী যারা ইসকন মন্দিরের ভীত থেকে আগত ইত্যাদির মূল্যায়ন করবে।

এই বিশ্লেষণের পর তারা লক্ষ্য স্থির করবে যে, আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরে কি করতে চায়, বিশেষ লক্ষ্যের চিহ্নিতকরণ যেমন ডিভোটি কেয়ার, প্রচার ইত্যাদি কে এবং কখন করবে।

আমেদাবাদের প্রধান রাস্তা শ্রীল প্রভুপাদের সম্মানার্থে পুনঃ নামাঙ্কিত হলো

গোবিন্দ নন্দন দাস ঃ আমেদাবাদের ইসকন মন্দির বর্তমানে যে প্রধান রাস্তার ওপর অবস্থিত তা ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের নামানুসারে 'ভক্তিবেদান্ত স্বামী মার্গ' নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে।

২২শে নভেম্বর শুক্রবার এর উদ্বোধন সমারোহ সম্পন্ন হয় যেখানে গোপাল কৃষ্ণ গোস্বামী, অনুত্তম দাস এবং অন্যান্য জিবিসি ও ব্যুরো সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও আমেদাবাদের মহা নাগরিক বিজুলবেল প্যাটেল, আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্টান্ডিং কমিটি সম্পাদক আমুল ভাট, স্থানীয় এম.এল.এ ভূপেন্দ্র প্যাটেল এবং আরও প্রায় ১৫০ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

ব্রহ্মসংহিতা

সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্।
কন্দর্পকোটিকমনীয় বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।। ৩০।।

বেণু বাদনে রত, পদ্ম পাপড়ির মতো প্রফুল্ল নয়ন, ময়ূর পুচ্ছে শোভিত শিরোভূষণ, নীল জলভরা মেঘের মতো সুন্দর অঙ্গবর্ণ কোটি কোটি কন্দর্পের কমনীয় কান্তি বিশিষ্ট সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।

গোলোক ধামে শ্রীকৃষ্ণের অতুল শোভা ভক্তিরূপ সমাধিতে ব্রহ্মা যা দর্শন করছেন তাই-ই বর্ণনা করছেন।

বেণুং ক্বণন্তং— বাঁশী বাজাচ্ছেন। বাঁশীতে এমন মধুর সুর উত্থিত হচ্ছে যে, সমস্ত ব্যক্তির চিত্ত হরণ হয়ে যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণীয় বেণুমাধুরী সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩৫/১৫) বলা হয়েছে, কৃষ্ণ যখন বাঁশী বাজান, তখন শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রমুখ মহাপণ্ডিত মহাত্মারাও মোহিত হয়ে যান। তাঁরা গম্ভীর হয়ে যান এবং বিনয় ভাবে তাঁদের মস্তক অবনত হয়ে যায়। বিদগ্ধ মাধব গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী

বর্ণনা করেছেন, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর অপূর্ব সুন্দর সুরের প্রভাবে শিবের ডমরু বাজানো বন্ধ হয়ে যায়। বহু চতুষ্কুমার প্রমুখ ঋষিদের ধ্যান ভঙ্গ হয়। সৃষ্টিকার্যে লিপ্ত ব্রহ্মা চমকিত হয়ে ওঠেন এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলিকে ধারণকারী অনন্তদেব মাথা দোলাতে শুরু করেন।

সমস্ত সৌন্দর্যের উৎস স্বয়ং কৃষ্ণ। ময়ূরের পালক ও মেঘের মতো দেহবর্ণ বিশিষ্ট গোবিন্দ অপূর্ব মধুর বলে নির্ধারিত হয়। জড় জগতে কোনও মানুষের শরীরে নীলবর্ণ লেপন করে, পরচুলা মাথায় লাগিয়ে ময়ূরের পালক তাতে সিঁটিয়ে দিলে সেই সৌন্দর্যের ধারণার এক বিন্দুও কাছে যাবে না।

অসিত-অম্বুদ-সুন্দর-অঙ্গম্—নীল জলভরা মেঘের মতো সুন্দর শরীর। চিন্ময় রূপ-রং-আকৃতির বর্ণনা অনুপম। কারও সঙ্গে তুলনীয় নয়। তবুও জড়জগতের কোনও বস্তুর উপমা দিলে জড়বদ্ধ জীবের কিঞ্চিৎ ধারণা জন্মায়। সেই জন্য মাহাত্মাগণ কৃপা পূর্বক জাগতিক দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। সমস্ত সৌন্দর্যের উৎস স্বয়ং কৃষ্ণ। ময়ূরের পালক ও মেঘের মতো দেহবর্ণ বিশিষ্ট গোবিন্দ অপূর্ব মধুর বলে নির্ধারিত হয়। জড় জগতে কোনও মানুষের শরীরে নীলবর্ণ লেপন করে, পরচুলা মাথায় লাগিয়ে ময়ূরের পালক তাতে সিঁটিয়ে দিলে সেই সৌন্দর্যের ধারণার এক বিন্দুও কাছে যাবে না।

অরবিন্দদল আয়ত-অক্ষম্— পদ্ম পাপড়ির মতো আয়ত চক্ষু। কমলদল যেমন স্নিগ্ধতা দান করে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের দুটি চক্ষু তাঁর মুখচন্দ্রের অসীম শোভা বিস্তার করে।

বর্হা-অবতংসম্— ময়ূরের পালক শিরে শোভিত। কৃষ্ণের শিরোদেশে ময়ূরের পালক শোভিত থাকে।

কন্দর্প-কোটি-কমনীয়-বিশেষ-শোভং— কোটি কোটি কন্দর্পের কমনীয় কান্তি বিশিষ্ট। কন্দর্প বা কামদেব এই জড়জগতে সবচেয়ে মোহনীয় রূপ। এরকম কোটি কোটি গুণ কন্দর্পের মোহনীয় রূপ একত্র করে দেখলে বা কল্পনা করলেও শ্রীকৃষ্ণের রূপের মোহনীয়তা তার চেয়ে বহুগুণে

অধিক মোহনীয়। কোটি কমনীয় বিশেষ শোভং। কোটি কোটি কমনীয়তা অপেক্ষাও অধিক এবং বিশেষ রূপে শোভনীয়। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রূপের মধুরিমা কারও কোনও রূপের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না।

গোবিন্দম্-আদি-পুরুষম্ তম-অহং ভজামি— সেই অতুলনীয় অপূর্ব মধুর রূপ সম্পন্ন আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

আলোলচন্দ্রকলসদ্বনমাল্যবংশী-
রত্নাঙ্গদং প্রণয়কেলিকলাবিলাসম্।
শ্যামং ত্রিভঙ্গললিতং নিয়তপ্রকাশং
গোবিন্দমাদিমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।। ৩১।।

দোলায়িত চন্দ্রক শোভিত বনমালা যাঁর গলায়, বংশী ও রত্নাঙ্গদ যাঁর হাতে, যিনি সর্বদা প্রণয় কেলি বিলাস যুক্ত, ললিত ত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দর রূপই যাঁর নিত্য প্রকাশ সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।

আলোল-চন্দ্রক-লসৎ— আ-লোল(ইষৎ চঞ্চল বা দোলায়িত) চন্দ্রক (চাঁদের মতো চিহ্ন) লসদ্ (শোভিত)। অর্ধ চন্দ্রাকৃতির মতো উজ্জ্বল চিহ্ন সমন্বিত ভূষণে শোভিত।

বনমাল্য-বংশী-রত্নাঙ্গদং— বনমালা, বাঁশী ও রত্নময় বাজু। শ্রীকৃষ্ণের গলায় বনফুলের মালা, তাঁর দুই হাতে বাঁশী ধরে থাকেন, তাঁর দুই বাহুতে রত্নাঙ্গদ।

প্রণয়-কেলিকলা বিলাসম্—সর্বদা যিনি প্রণয় কেলি বিলাসে যুক্ত। প্রেমপূর্ণ লীলা বিলাসে যুক্ত শ্রীকৃষ্ণের চৌষট্টি গুণ স্বরূপ কেলি বিলাস ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে রূপগোস্বামী বর্ণনা করেছেন।

মধুর রস বর্ণনে যত কিছু চিন্ময় ব্যাপার বর্ণিত হতে পারে সে সবই এই প্রণয় কেলি বিলাসের অন্তর্গত। শ্রীকৃষ্ণের সেই ৬৪ গুণ হলো— (১) তাঁর সারা শরীর অপূর্ব মাধুর্য মণ্ডিত। (২) সমস্ত শুভ লক্ষণ চিহ্ন সমন্বিত। (৩) অত্যন্ত মনোরম। (৪) জ্যোতির্ময়। (৫) বলবান। (৬) নিত্য নব যৌবন সম্পন্ন। (৭) সমস্ত ভাষায় পারদর্শী। (৮) সত্যবাদী। (৯) প্রিয়ভাষী। (১০) বাক্‌পটু। (১১) পরম পণ্ডিত। (১২) পরম বুদ্ধিমান। (১৩) অপূর্ব প্রতিভাশালী। (১৪) বিদগ্ধ শিল্পকলায় পারদর্শী। (১৫) অত্যন্ত চতুর। (১৬) পরম দক্ষ। (১৭) কৃতজ্ঞ। (১৮) দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। (১৯) স্থান, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে বিচার করতে অত্যন্ত সুদক্ষ। (২০) বৈদিক তত্ত্বজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে দর্শন করতে এবং উপদেশ দিতে অত্যন্ত পারদর্শী। (২১) পবিত্র

(২২) সংযত। (২৩) অবিচলিত। (২৪) জিতেন্দ্রিয়। (২৫) ক্ষমাশীল। (২৬) গম্ভীর। (২৭) আত্মতৃপ্ত। (২৮) সমদৃষ্টি সম্পন্ন। (২৯) উদার। (৩০) ধার্মিক। (৩১) বীর। (৩২) কৃপাময়। (৩৩) শ্রদ্ধাবান্ (৩৪) বিনীত। (৩৫) বদান্য। (৩৬) লজ্জাশীল। (৩৭) শরণাগত জীবের রক্ষক। (৩৮) সুখী। (৩৯) ভক্তদের হিতৈষী। (৪০) প্রেমের বশীভূত। (৪১) সর্ব মঙ্গলময়। (৪২) সব চাইতে শক্তিশালী। (৪৩) পরম যশস্বী। (৪৪) জনপ্রিয়। (৪৫) ভক্তবৎসল। (৪৬) সমস্ত স্ত্রীলোকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। (৪৭) সকলের আরাধ্য। (৪৮) সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী। (৪৯) সকলের মাননীয়। (৫০) পরম নিয়ন্তা। এই ৫০টি গুণ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যে আংশিক রূপে বিদ্যমান। (৫১) অপরিবর্তনশীল। (৫২) সর্বজ্ঞ। (৫৩) চির নবীন। (৫৪) সৎ, চিৎ, আনন্দময় বা নিত্য আনন্দময় রূপ বিশিষ্ট। (৫৫) সব রকম যোগসিদ্ধির অধিকারী। (৫৬) অচিন্ত্য শক্তি সম্পন্ন। (৫৭) তাঁর দেহ থেকে অসংখ্য কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়। (৫৮) তিনি সমস্ত অবতারের আদি উৎস। (৫৯) তাঁর দ্বারা নিহত শত্রুদের তিনি মুক্তিদান করেন। (৬০) মুক্ত আত্মাদের তিনি আকর্ষণ করেন। এই অধিক দশটি গুণ নারায়ণের মধ্যেও বিদ্যমান। এই দিব্য গুণগুলি অদ্ভুত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে প্রকাশিত হয়। (৬১) লীলা মাধুরী— তিনি নানারকম অদ্ভুত লীলা বিলাস করেন। যেমন তাঁর বাল্যলীলা। (৬২) প্রেমমাধুরী— তিনি অপূর্ব প্রেমমণ্ডিত ভক্তদের দ্বারা পরিবৃত থাকেন। (৬৩) বেণু মাধুরী— তিনি তাঁর বাঁশী বাজিয়ে জগতের সমস্ত জীবকে আকর্ষণ করতে পারেন। (৬৪) রূপ মাধুরী—তিনি অতুলনীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত। এই চারটি অসাধারণ গুণ যুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ৬৪টি গুণ পূর্ণ রূপে বিদ্যমান।

শ্যামং ত্রিভঙ্গ-ললিতং নিয়তপ্রকাশং— শ্যামবর্ণ ললিত ত্রিভঙ্গ নিত্য প্রকাশমান। ললিত ত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দর রূপই যাঁর নিত্য প্রকাশ। কৃষ্ণ সবুজ বর্ণ নয়, নীলবর্ণও নয়, গৌরবর্ণও নয়, কালোও নয়, ধূসর বর্ণও নয়। চিন্ময় রঙকে জড় জগতের কোনও বিশেষ রঙ উল্লেখ করে সীমিত করা যায় না। কখনও বা বলা হয় কৃষ্ণের অঙ্গবর্ণ নবঘন শ্যাম বা জলভরা উজ্জ্বল মেঘের মতো। জলভরা মেঘ সুন্দর মনোরম না হতে পারে। শ্যামসুন্দরের অঙ্গ কান্তি অত্যন্ত হৃদয়াকর্ষী। শ্যামং ত্রিভঙ্গ বলতে বোঝায় তাঁর শরীরের তিন স্থান — গ্রীবা বা ঘাড়, কটি বা কোমর এবং পদ বা চরণের বঙ্কিম ভাব। বাঁকা ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গী। ললিতং বলতে বোঝায় কমনীয় মনোহর বা বাঞ্ছিত। মনোহর ত্রিভঙ্গ রূপ। নিয়ত প্রকাশং বলতে বোঝায় নিয়ম মতো প্রকাশিত হন। নিয়ত শব্দে নিয়মিত, সংযত বোঝায়। এমন নয় যে, পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ না হয়ে দাঁড়াতে পারেন না, কিংবা অপরকে নিজের চেহারা দেখান ত্রিভঙ্গ ভাবে। তিনি বিশেষ লীলা বিলাস কালে এই রকম ত্রিভঙ্গ রূপে প্রায়ই প্রকাশিত হন। জড় বুদ্ধি লোক যদি ত্রিভঙ্গ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে তবে ভালো দেখাবে না। কিন্তু শ্যামসুন্দরের ত্রিভঙ্গ মূর্তি মহাত্মাদের চিত্ত হরণ করে থাকে।

আদিপুরুষম্ তম্ অহং ভজামি— সেই মনোহর রত্নভূষণ বংশী ধারণকারী প্রণয় কেলি বিলাসে যুক্ত ত্রিভঙ্গ মূর্তি শ্যামসুন্দর গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

সেতু বন্ধন

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিক্ষামূলক গল্প হতে সংগৃহীত

ভগবান রামচন্দ্র রাবণকে বধ করতে লঙ্কায় পৌঁছানোর জন্য সমুদ্রের বক্ষে সেতু বন্ধন করছিলেন।

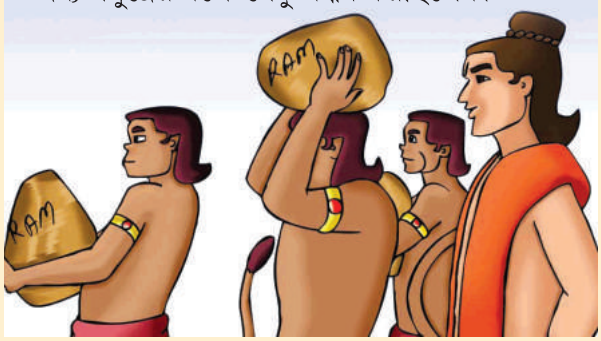

সমস্ত বানরদের মধ্যে হনুমান ছিলেন শ্রেষ্ঠ বলবান। তিনি বৃহত্তম পাথরগুলি বহন করছিলেন এবং সেতুবন্ধনের জন্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করছিলেন।

সেখানে একটি ক্ষুদ্র মাকড়সা ছিল যে শ্রীরামচন্দ্রকে সেতুবন্ধনের জন্য ছোট ছোট বালি বহন করে সাহায্য করছিল।

যখন হনুমান দেখলেন মাকড়সাটিকে ছোট বালি বহনের জন্যও সংঘর্ষ করতে হচ্ছে, তিনি হাসতে শুরু করলেন।

শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে ডেকে পাঠালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন ...

এটি সত্য নয়। আমাকে সমুদ্র লঙ্ঘন করতে লাগে না। এই কয়েক মুহূর্ত পূর্বেই আমি আমার ক্রোধের দ্বারা সমুদ্রকে শুষ্ক করে দিয়েছিলাম।

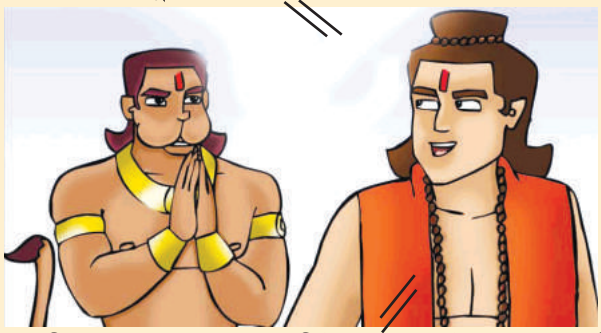

সেটি কোন কারণ নয়। আমি ইচ্ছা করলেই এক মুহূর্তে সেখানে পৌঁছাতে পারি। শুধুমাত্র পাথরে আমার নাম লিখে তা সমুদ্রে ফেললেই সেটি ভাসতে থাকবে।

যদি আমি রাবণকে হত্যা করতে চাই তাহলে শুধুমাত্র আমাকে তার হৃদয় ত্যাগ করতে হবে তাহলেই সে মরবে। শুধুমাত্র আমার উপস্থিতির জন্য সে বেঁচে আছে।

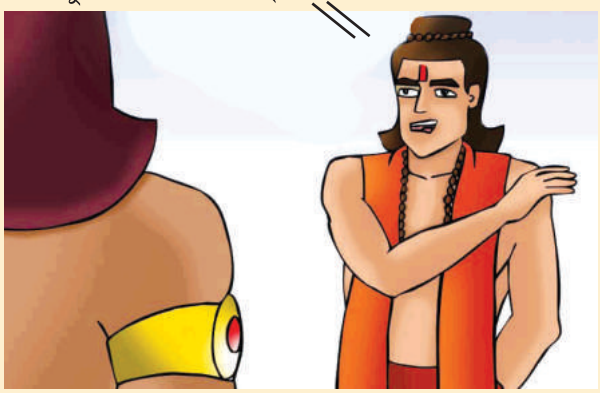

শ্রী চোর শিরোমণি বন্দনা

শ্রীল বল্লভাচার্য

ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীত চৌরং
গোপাঙ্গনানাং চ দুকূলচৌরম্।
অনেক জন্মার্জিত-পাপচৌরং
চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামী।। ১।।

তুমি চোর শিরোমণি
চুরি করো দধি ননী
ব্রজে বসি চুরি করো
গোপিকা বসন।
বহু জনমের পাপ
সঞ্চিত যাতনা-তাপ
তাহাও হরণ করো
কে আছে এমন।। ১।।

শ্রীরাধিকায়া হৃদয়স্য চৌরং
নবাম্বুদ শ্যামলকান্তি চৌরম্।
পদাশ্রীতানাং চ সমস্ত চৌরং
চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষম্ নমামী।। ২।।

অকিঞ্চনীকৃত্য পদাশ্রিতং যঃ
করোতি ভিক্ষুং পথি গেহহীনম্।
কেনাপ্যহো ভীষণচৌর ঈদৃগ্
দৃষ্টঃ শ্রুতো বা না জগত্রয়েহপি।। ৩ ।।

রাধিকার চিত্তচোর
নবাম্বুদ কান্তি হর
তোমার আশ্রিত যত
ব্রজবাল গণ।
লোকেরে ভিখারী করো
গৃহহীন করি ছাড়ো
শুনি না জগতে চোর
এমন ভীষণ।। ২-৩।।

যদীয় নামাপি হরত্যশেষং
গিরি প্রসারানপি পাপরাশীন্।
আশ্চর্যরূপো ননু চৌর ঈদৃগ্
দৃষ্টঃ শ্রুতো বা ন ময়া কদাপি।। ৪ ।।

ধনং চ মানং চ তথেন্দ্রিয়ানি
প্রাণাংশ্চ হৃত্বা মম সর্বমেব।
পলায়সে কুত্র ধৃতোহদ্য চৌর
ত্বং ভক্তিদাম্নাসি ময়া নিরুদ্ধঃ।। ৫।।

তোমার কেবল নাম
হরে যত পাপদাম
এমন আশ্চর্য কথা
কে জানে কখন।

ধন মান মন প্রাণ
চুরি করো অবিরাম
সবার গোচরে তুমি
করো পলায়ন।।

কোথায় পলাবে তুমি
অবশ্য ধরিব আমি
ভকতি রজ্জুতে তুমি
হও নিরোধন।। ৪-৫।।

ছিনৎসি ঘোরং যমপাশবন্ধং
ভিনৎসি ভীমং ভবপাশবন্ধম্।
ছিনৎসি সর্বস্য সমস্ত বন্ধং
নৈবাত্মনো ভক্তকৃতং তু বন্ধম্।। ৬ ।।

মন্মানসে তামসরাশি ঘোরে
কারাগৃহে দুঃখময়ে নিবদ্ধঃ।
লভস্ব হে চৌর! হরে! চিরায়
স্বচৌর্যদোষোচিতমেব দণ্ডম্।। ৭ ।।

কারাগৃহে বস সদা হৃদয়ে মদীয়ে
মদ্ভক্তিপাশদৃঢ়বন্ধন নিশ্চলঃ সন্।
ত্বাং কৃষ্ণ হে! প্রলয়কোটিশতান্তরেঽপি
সর্বস্য চৌর হৃদয়ান্নহি মোচয়ামি।। ৮ ।।

যমপাশ দাও খুলি
ভবপাশ নাও তুলি
ভক্তিবদ্ধ হঞা ঘুচো
সংসার বন্ধন।
মোর মানস ভিতরে
দুঃখময় কারাগারে
বাঁধিব তোমায় আমি
পাবে জ্বালাতন।।
কোটি প্রলয় কালেতে
ছাড়িব না কোনমতে
সর্বচোর শিরোমণি
তোমারে কখন।।
হে কৃষ্ণ! মুরারি! হরি।
তোমারে রাখিব ধরি
পাষাণ হৃদয় পরে
শোনো সনাতন।
চুরি দণ্ড সমীচিন
ছাড়িব না কোনদিন
সরাতে না দিব তব
রাতুল চরণ।। ৬-৮।।

অনুবাদ ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

হরেকৃষ্ণ, এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে, আপনারা আপনাদের গ্রাহক ভিক্ষা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করুন।

Name: ISKCON, Account No : 005010100329439
AXIS BANK (Kolkata Main Branch)
7 Shakespeare Sarani, Kolkata, IFSC : UTIB0000005

আজই গ্রাহক হবার জন্য যোগাযোগ করুন

আপনার যোগাযোগের নম্বর
9073791237
বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা
(সোম থেকে শনি)

লগ-অন করুনঃ
www.bhagavatdarshan.in
Email : btgbengali@gmail.com